কর্ণাটকুমার।

দৃশ্যকাব্য।

(গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটরের নিমিত্ত)

শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারী দ্বারা

প্রণীত।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং"

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত।

শক ১৭৯৮

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র ।

মদগ্রজ শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারী ।

মহাশয় শ্রীপাদপদ্মেষু ।

মহাশয় ।

আপনি আমাকে যথোচিত স্নেহ করেন এবং আমার সহস্র দোষ-সত্বে আমাকে প্রীতনেত্রে সর্ব্বদাই নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, অতএব আমার এই স্নেহভাজন "কর্ণাট কুমার" আপনাকে উপহার প্রদান করিতে সাহসী হইলাম। এক্ষণে আপনি ইহার প্রতি সস্নেহ কটাক্ষপাত পূর্ব্বক সাদরে গ্রহণ করিলে আমি পরমপ্রীতি লাভ ও আমার সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

কলিকাতা ।
২৩নং গরাণহাটাষ্ট্রীট ।
শক ১৭৯৭ ।

ভবদীয়ৈকান্তানুগত ।
শ্রীসত্যকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারী ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিক্রমকেশরী	উজ্জয়িনী রাজা।
প্রজ্ঞাবন্ত	ঐ মন্ত্রী।
অমরকেতন	ঐ সেনাপতি।
বীরবল্লভ	ঐ সহকারী সেনাপতি।
চন্দ্রশেখর	কর্ণাট রাজা।
ধীসেন	ঐ মন্ত্রী।
ব্যাসদেব	ঐ ধর্ম্মাধিকরণ।
ভীমসিংহ	ঐ সেনাপতি।
রঞ্জন	কর্ণাটকুমার (নায়ক)।
বিজয় বর্ম্মা	ইন্দোররাজ।

স্ত্রী।

বিলাসবতী	উজ্জয়িনী রাজমহিষী।
হেমপ্রভা	কর্ণাট রাজমহিষী।
প্রমদা	উজ্জয়িনী রাজকন্যা (নায়িকা)
মুরলা	ইন্দোর রাজকন্যা প্রমদার সখী।

সভাসদ, সৈনিক, পুরোহিত, দৌবারিক, দূত, প্রতিহারী, দুর্গরক্ষক ইত্যাদি।

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি	পৃষ্ঠা।
শক্র-হস্তে	শক্রহস্তে	৩	৪
দেখিও	দেখ	১৪	ঐ
দুদ্দৈব	দুর্দ্দৈব	১৩	৫
মুরলা	মূরলা	১	৭
কুঞ্চিত	কুণ্ঠিত	৪	ঐ
রঞ্জন	রঞ্জন	৬	ঐ
প্রমোদা	প্রমদা	৫	৮
যাক্য	যাক্	৮	১০
শক্রক্লত	শক্রকৃত	১৭	১১
প্রজ্ঞ	প্রজ্ঞা	১	১৫
তরবারী	তরবারি	১৪	১৭
দৈবানূগ্রহে	দৈবানুগ্রহে	১০	১৯
মুরলাকে	মূরলাকে	১১	১৪
মুরলে	মূরলে	৮	২৮
উযুপক্ত	উপযুক্ত	২৪	৩১
মস্মোহিনা	সম্মোহিনী	১৯	৩৪
বনকুসুম	বন-কুসুম	৩	৪০
কালোর	কালের	২০	ঐ
তপবোনেই	তপোবনেই	২০	৪৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি	পৃষ্ঠা।
মুরনা -	মুরলা	৪	৪৭
মুরল	মুরলা	২৩	৫২
যুবরাজগণে	যুবরাজগলে	৮	৫৬
আমার	আমায়	৯	ঐ
ভবিয্যতে	ভবিষ্যতে	১১	৬৩
অভিপ্রায়ে	অভিপ্রায়	১৭	ঐ
জোড়াই	জোড়াটাই	১	৭৪
সর্ব্বদেবেমযো	সর্ব্বদেবোময়ো	১৯	ঐ
স্থান	স্থানে	৫	৭৬
নিস্বার্থ	নিঃস্বার্থ	১৭	৭৯

কর্ণাটকুমার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য!

কর্ণাট-শিবির।

রাজা চন্দ্রশেখর, মন্ত্রী, সেনাপতি, ধর্ম্মাধিকরণ
ও কতিপয় সভাসদ আসীন।

চন্দ্র হায় কি বারতা আজি করিনু শ্রবণ!
রণশায়ী রণধীর বীর চিত্রসেন—
বিজিত কেশরী আজি শৃগালের রণে
জগদীশ এই কিহে ছিল তব মনে!

ধী। মহারাজ! এখন শোকের সময় নয়, শত্রুনিপা-
তের পুনরুদ্যম করুন, উদ্যোগী পুরুষই জয়যুক্ত হয়।

চন্দ্র। অমাত্য ধীসেন! আমার আর বিবেচনাশক্তি নাই,
এখন যা কর্ত্তব্য হয় করুন।

ভীম। মহারাজ! আপনার চিন্তা কি? কর্ণাটে কি আর বীর
নাই, বীরপ্রসবিনী কর্ণাট কি এক কালে ক্ষত্র শূন্য

হয়েছে! অনুমতি করুন, এ দাস স্বয়ং যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত আছে।

নেপথ্যে। রণবাদ্য।

চন্দ্র। সেনাপতি! শত্রুকুল নিকটবর্ত্তী হল, এখন করি কি? কাকেই বা এ ভীষণ সমরে প্রেরণ করি? তোমাকে যদি পাঠাই তাহলে আমি একবারে হীনবল হয়ে পড়্‌ব। এখন উপায় কি?

ব্যোপ। কর্ণাটেশ্বর! সেনাপতি ভিন্ন এ সময়ে অপরকেহই জয় লাভ কর্‌তে পার্‌বেন না। অতএব ওঁকেই যুদ্ধ যাত্রা কর্‌তে অনুমতি করুন।

চন্দ্র। ধর্ম্মাধিকরণ! আপনি যা বল্‌ছেন তা সকলই সত্য, কিন্তু রাজ্যের এমত অবস্থায় সেনাপতিকে কি স্থানান্তর করা উচিত? শত্রুকুল কখন কর্ণাট আক্রমণ কর্‌বে বলা যায়না, এখন সেনাপতিকে যুদ্ধে কি প্রকারে পাঠান যায়?

ধী। মহারাজ! হঠাৎ কর্ণাট আক্রমণ করা কি সহজ কাজ?

দৌ। (নমস্কারপূর্ব্বক করযোড়ে) মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্র হতে একজন দূত এসেছে অনুমতি হলে শ্রীচরণ দর্শন করে।

চন্দ্র। কি, আবার দূত এসেছে? অঁ্যা! যাও, শীঘ্র তাকে সঙ্গে করে লয়ে এস।

দৌ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

নেপথ্যে রণবাদ্য।

দৌবারিকের প্রস্থান।

ব্যোপ। তাইত! আবার কোন অশুভ সংবাদ লয়ে এল নাকি? পুনরায় যে রণবাদ্য শুন্‌তে পাই! শত্রুগণ বিজাপুর দুর্গও আক্রমণ কর্‌লে নাকি?

চন্দ্র। হা জগদীশ!

দৌবারিক সহ দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! প্রণাম হই।

করযোড়ে প্রণামপূর্ব্বক মৌনভাবে দণ্ডায়মান।

চন্দ্র। সম্বাদ কি?

দূত। (বিষণ্ণ বদনে) আজ্ঞে—এ—এ—

চন্দ্র। বোঝা গেছে, তা ভয় কি বল, আমি শুন্‌তে প্রস্তুত আছি।

দূত। মহারাজ! বল্‌ব কি বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র সেনার সহিত বিচিত্রবীর্য্য রণশায়ী হয়েছেন। যুদ্ধজেতা উজ্জয়িনী সেনা বিজাপুর দুর্গ আক্রমণ করতে আস্‌ছে।

চন্দ্র। প্রভো, তোমার মনে এই ছিল! (দীর্ঘ নিশ্বাস ক্ষেপণ) বৃদ্ধাবস্থায় আমার যে এ দশা ঘট্‌বে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। হা কর্ণাট! তোমায় কি শেষে শত্রু হস্তে পড়্‌তে হল! হোঃ হোঃ।

ধী। মহারাজ! অকারণ দুঃখ করায় ফল কি? ক্ষত্র হয়ে অপনার কি এরূপ দুঃখ করা উচিত। সেনাপতি ভীমসিংহকে অদ্যই যুদ্ধ যাত্রা কর্‌তে আদেশ করুন।

ব্যোপ। ক্ষিতিনাথ! ক্ষত্রিয় হয়ে ক্ষত্রিয় জাতির বিপরীত ভাব

আজ আপনাতে দর্শন করে দুঃখিত হলেম। যুদ্ধ বিপর্য্যয়ে আপনি এত ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন? নূতন উদ্যমে মনকে উৎসাহিত করুন। কর্ণাট শত্রু—হস্তে পতিত হবে, অকারণ এ চিন্তা মনে স্থান দেন কেন? সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠান্—অবশ্যই জয়লাভ হবে।

চন্দ্র। (দূতের প্রতি) দূত তুমি এখন বিদায় হও।! দুর্গ রক্ষককে সৈন্য সন্নিবেশ কর্‌তে আদেশ করগে। সেনাপতি ভীমসিংহ আজই সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা কর্‌বেন।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি এখনি বিজাপুর দুর্গে চল্‌লেম।

[দূতের প্রস্থান।

ভীম। মহারাজ! অনুমতি হলে এ দাসও এক্ষণে বিদায় লয়।

চন্দ্র। রণধীর ভীমসিংহ! তোমাকে অধিক আর কি বল্‌ব দেখিও কর্ণাট যেন শত্রু কবলে পতিত না হয়, আমরা যেন রাজ্য ভ্রষ্ট হয়ে পরাধীন শৃঙ্খল পরিধান না করি।

ভীম। মহারাজ! চিন্তা করবেন না অচিরে শত্রুকুল ক্ষয় হবে।

[ভীমসিংহের প্রস্থান।

ব্যোপ। মহারাজ! এখন আমাদের আর একটি কর্ম্ম কর্‌তে হবে। যুবরাজ এখনও মৃগয়া হতে প্রত্যাগমন কর্‌লেন না, অতএব তাঁকে শীঘ্র সংবাদ দিন তাঁর এ সময় রাজ্যে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ধী। মহারাজ! সোমেশ্বরকে কুমারের নিকট পাঠান।

চন্দ্র। সোমেশ্বর।

সোম। আজ্ঞা, আমি এখনি চলিলাম।

সোমেশ্বরের প্রস্থান।

চন্দ্র। বীরেশ্বর!

বীর। আজ্ঞা,

চন্দ্র। দুর্গরক্ষককে ডাক।

বীর। যে আজ্ঞা।

বীরেশ্বরের প্রস্থান।

চন্দ্র। ধর্ম্মাধিকরণ! তবে কল্য সৈন্য পরিদর্শন করা যাবে স্থির রহিল। এক্ষণে আমরা আর শিবিরে অবস্থিতি কর্‌তে পারি না। এখন নগর মধ্যে আমাদের থাকা আবশ্যক কি জানি কখন কোন্ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়, কি বলেন?

ব্যোপ। আজ্ঞা হাঁ, এখন নগর মধ্যে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উজ্জয়িনী প্রমোদ কানন।

প্রমদা (পুষ্প পাত্রহস্তে) মুরলার সহিত প্রবেশ।

প্রমদা। দেখ্ ভাই মুরলা, কেমন সুন্দর ফুল গুলি ফুটে রয়েছে কতক গুলি তুলে এক গাছি মালা গাঁথলে হয় না?

মূরলা। রাজনন্দিনি! মালা গেঁথে কার গলায় দেবে।

প্রমদা। (সহাস্য বদনে) কেন, যারে আমি ভাল বাসি।

মূরলা। কে সখি সে চূড়া বাঁশি?

প্রমদা। (চিবুক ধরিয়া) যে মুখে এমধুর হাসি।

মূরলা। (নেপথ্যে দৃষ্টিকরিয়া) রাজনন্দিনি! দেখ, দেখ একবার চেয়ে দেখ, বিধাতা বুঝি তোমার প্রতি অনুকূল হয়ে মাল্য দানের পাত্র মিলিয়ে দিলেন।

প্রমদা। সখি! উনি কে? এদিগেই আস্‌ছেন যে। আকার পরিচ্ছদে বোধ হয়, উনি সামান্য লোক না হবেন।

অসি চর্ম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ
রঞ্জনের কানন মধ্যে প্রবেশ।

রঞ্জন। দেবি! আপনারা কে? তা যেই হোন্ আমায় একটু জলদিন্, পান করে পিপাসা নিবারণ করি।

মুরলা। মহাশয়! আপনি ঐ শিলাখণ্ডের উপর বসে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করুন, আমি জল এনে দিচ্ছি

প্রমদা। সখি! তুমি বোস আমি ঐ সরোবর হতে জল আন্‌ছি।

[রঞ্জনের উপবেশন।

মুরলা। সে কি সখি! তোমার যাওয়া কি সাজে? তুমি বরং অতিথির অভ্যর্থনা কর আমি জল আন্‌তে যাই।

প্রমদা। না, না, আমি যাই, তুমি বোস (জনান্তিকে) আমার ভাই লজ্জা করে আমি একলাটী অপরিচিতের নিকট কেমন করে থাকুব?

মুরলা। বা ! তাকি হয় আমি এই চল্‌লাম্‌।

(মূরলার প্রস্থান।

রঞ্জন। আমি আপনাদের বিশ্রামের অত্যন্ত ব্যাঘাত কর্‌লাম।

প্রমদা। আজ্ঞা না আপনি কুণ্ঠিত হবেন না (লজ্জাবনত বদনে অবস্থান)

রঞ্জন। (প্রমদার বদন সন্দর্শন করতঃ স্বগত) ইনি কে ? আহা কি অলৌকিক রূপ লাবণ্য! মুখমণ্ডল কি সুন্দর, কি মনোহর, কবিকুলের কল্পনা—প্রসূতা প্রতিমা আজ্‌ চাক্ষুষ দর্শন কর্‌লেম (প্রকাশ্যে) ভদ্রে ! যদি অনুমতি দেন, কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা করি।

প্রমদা। (সলজ্জভাবে) আজ্ঞা বলুন ; (স্বগত) কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন কে জানে ?

রঞ্জন। বল্‌ছিলাম—

প্রমদা। মূরলা এখন ও আসছেনা কেন ? (সলজ্জভাবে অবস্থান)

রঞ্জন। আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন ? আমি নিকটে থাকৃতে আপনার কোন ভয় নাই।

প্রমদা। আজ্ঞা না (লজ্জাবনত বদনে অবস্থিতি)

মূরলার পুনঃ প্রবেশ।

মুরলা। মহাভাগ ! এই জল নিন্‌ পিপাসা নিবারণ করুন।

রঞ্জন। (জলপানান্তে) আপনারা যে আমার কি পর্য্যন্ত

উপকার কর্‌লেন তা বল্‌তে পারিনে। এ কৃতোপকার আমি জীবনান্তেও বিস্মৃত হবনা।

মূরলা। আজ্ঞা এমন কথা বল্‌বেন না। আমরা আপনার উপকার কর্‌ব, আমাদের সাধ্য কি ?

প্রমোদা। (জনান্তিকে মূরলার প্রতি) দেখেছ সখি এ ব্যক্তি কেমন মধুরভাষী, কেমন অমায়িক প্রকৃতি। সখি! উনি কে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে হয় না ?

মূরলা। মহাশয়! প্রিয়সখি জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন আপনার আসা হয়েছিল কোথা ?

রঞ্জন। আমি এই নিকটস্থ বনে মৃগয়ার্থ এসেছিলাম।

প্রমোদা। (স্বগত) রাজারাই মৃগয়া করেন। ইনি কি কোন রাজকুমার ? কে জানে!

মূরলা। এই প্রদেশেই কি আপনার নিবাস ?

রঞ্জন। না ভদ্রে আমি বিদেশীয়। আমার ও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

মূরলা। তা, বলুননা।

রঞ্জন। আপনাদের বেশভূষা ও অঙ্গ সৌষ্টবে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে আপনারা কোন মহৎ কুলে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এমন বিজন প্রদেশে কি নিমিত্ত অবস্থান কর্‌ছেন, বুঝ্‌তে পারছিনা।

মূরলা। রাজনন্দিনি শুন্‌লে? এই অভ্যাগত মহাশয় পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন।

রঞ্জন। আজ্ঞা, আমার অপরাধ হয়েছে। ইনি রাজকুমারী

জান্‌লে আমি কথনই এ প্রকার প্রগল্‌ভতা প্রকাশ কর্‌তেমনা।

প্রমদা। সখি; উনি অত সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন? পরিচয় জিজ্ঞাসায় দোষ কি?

মূরলা। মহাশয়! ইনি উজ্জয়িনী রাজার কন্যা। সম্প্রতি পীড়িত ছিলেন, তাই স্বাস্থের অনুরোধে কিছুদিন এই গ্রাম্যালয়ে অবস্থান কর্‌ছেন।

রঞ্জন। বটে! আমিও তাই ভাবছিলাম। এরূপ অসামান্য রূপ লাবণ্য কি অন্যের সম্ভবে? আকাশেই চাঁদের উদয় হয়। (স্বগত) আমি ভবে শত্রুরাজ্যে এসে পড়েছি।

মূরলা। দেখেছ সখি, ইনি কেমন চতুর?

প্রমদা। যাও যাও (সলজ্জভাবে অবস্থান)

রঞ্জন (স্বগত) আর এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নয়, (প্রকাশ্যে) আমার অনুচরগণ আমার অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হচ্ছে, অতএব অনুমতি হয়ত এক্ষণে বিদায় হই।

প্রমদা। সখি! উনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, ক্ষণেক কাল বিশ্রাম কর্‌লে ভাল হতনা?

রঞ্জন। আপনাদিগের সন্দর্শনে ও মধুর সম্ভাবণে আমি যথেষ্ট স্নিগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হয়েছি।

মুরলা। মহাভাগ! যদি একান্তই বিদায় হবেন, তবে এদাসীর একটী প্রার্থনা আছে; যদি পূর্ণ করেন, বল্‌তে সাহসী হই।

রঞ্জন। এ অধীনের নিকট আবার প্রার্থনা কি? অনুমতি করুন কি কর্‌তে হবে।

মূরলা। মহাশয়! যদি আমাদিগকে অপরিচিত বলে উপেক্ষা না করেন, তবে এই প্রার্থনা, আবার এক সময় যেন আপনার সাক্ষাৎ পাই।

রঞ্জন। ভদ্রে! আপনাদের এ অনুরোধ কেবল এদাসের প্রতি অনুগ্রহ মাত্র।

রঞ্জনের প্রস্থান।

প্রমদা। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) সখি! প্রায় সন্ধ্যা হল, চল যাওয়া যাক্। এখানে থাকা আর ভাল দেখায় না।

মূরলা। একটু দাড়াওনা সখি, ঐ কে গান গাচ্চে গান্টা শুনে যাই।

গীত।

নেপথ্যে। অস্তাচলে চলে ভানু ছাড়িয়া উদয়াসন
ঐ দেখ সরোবরে ম্লান কমল বদন
কূজনী বিহগগণ
নীড়ে করিছে গমন।
প্রকাশি ভুজবিক্রম তমো ছাইল ভুবন।।

প্রমদা। এখন এস সখি যাই চল।

উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ণাট শিবির।

রাজা চন্দ্রশেখর, ধর্ম্মাধিকরণ, মন্ত্রী ও
কতিপয় সভাসদগণ আসীন।

চন্দ্র। (সচকিত হইয়া) সভাসদগণ। এ কিসের কোলাহল!

মন্ত্রী। ঐ যে কুমার স্বয়ংই আসছেন। বোধ হয় যুদ্ধ বৃত্তান্ত সকলি অবগত হয়েছেন, কুমারকে ক্রুদ্ধভাব দেখ্‌ছি কেন? যাহোক্, এখন কুমার রাজ্য প্রত্যাগত হওয়াতে নিশ্চিন্ত হলাম।

রঞ্জনের প্রবেশ।

রঞ্জন। (পিতার চরণ বন্দন) মন্ত্রী মহাশয় প্রণাম হই, ধর্ম্মাধিকরণ প্রণাম হই, (মস্তকাবনত করণ) এখন যুদ্ধের সম্বাদ কি বলুন? আমি পথিমধ্যে কতিপয় ব্যক্তির মুখে সংগ্রামের বিষয় শুনে এককালে উন্মত্তের ন্যায় নদ, নদী, পর্ব্বত গহ্বর অতিক্রম করে কর্ণাটে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা আদ্যোপান্ত সবিশেষ যুদ্ধ বৃত্তান্ত বলে আমার কৌতূহল নিবারণ করুন? হায়! আমি জীবিত থাক্‌তে আমার পিতার এই অপমান! কর্ণাটেশ্বরের এই দশা!

চন্দ্র। রঞ্জন! স্থির হও। সকলই আমার অদৃষ্ট তা নাহলে আজ আমি এক কালে বীর শূন্য, সহায় শূন্য হয়ে শত্রুকৃত অসহ্য অপমান সহ্য কর্‌ছি! আমার প্রধান

প্রধান সেনানী রণধীর, চিত্রসেন প্রভৃতি সকলেই সমর শায়ী হয়েছে, আর বল্‌ব কি !

রঞ্জন। নরপতি অনুমতি দেহ এ দাসেরে—
সমরে সংহারি গিয়া শত্রুসেনাদল ;
জননী—জনমভূমি কর্ণাটের হায় !
এহেন দুর্গতি হেরি কে পারে থাকিতে ?
নিরুদ্যম হয়ে আজি জড়ের সমান।
দুঃখিনী মাতার দুঃখ, করিতে মোচন,
কর অনুমতি দান, মহাভাগ মোরে,
এখনি পশিব রণে সেনা দল সনে ;
নাশিব বিপক্ষ দল, ক্ষত্র তেজোবলে।

মন্ত্রী। যুবরাজ ! ক্ষান্ত হও। তুমি মৃগয়া হতে এই মাত্র আস্‌ছ তোমার বিশ্রাম আবশ্যক। যাও, এখন কিয়ৎ-কাল বিশ্রাম কর গে, পরে যাহা বিবেচনা হয় করা যাবে।

রঞ্জন। মন্ত্রী মহাশয় ! আপনি আমাকে বিশ্রাম কর্‌তে আদেশ কর্‌বেন না, যাবৎ আমি উজ্জয়িনী রাজাকে পরাস্ত করে পিতার সমক্ষে বন্দী করে না আন্‌তে পারি, তাবৎ আমার বিশ্রাম নাই। মাতৃভূমি কর্ণাটকে এককালে শত্রুশূন্য করে বিশ্রাম কর্‌ব। মহাশয়কে অনুনয় কর্‌ছি, আপনি আমাকে এই দণ্ডেই যুদ্ধ যাত্রা কর্‌তে অনুমতি করুন।

ধর্ম্ম। কুমার ! যখন যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ মহাবল ভীমসিংহ স্বয়ং যুদ্ধে গিয়েছেন, তখন তোমার আর যাবার আবশ্যক নাই, সেনাপতি সামান্য বীর নন, তাত তুমি জান, তবে এখন কিয়ৎকাল শ্রান্তি দূর করগে।

চন্দ্র। রঞ্জন! তোমাকে আমি এখন কোন ক্রমেই যুদ্ধে পাঠাতে পারি না, তুমি পথ শ্রান্তে ক্লান্ত হয়েছ, যাও, তোমার বিশ্রাম আবশ্যক।

রঞ্জন। পিতঃ! আমি আপনার অযোগ্য সন্তান নহি। ক্ষত্র বংশোদ্ভব হয়ে কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হব ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়। হায়! কেন আমি সিংহ ব্যাঘ্রাদির করাল কবল হতে প্রত্যাগত হলাম, দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ হতে কেন না এককালে ভূপতিত হয়ে জীবন আশা ত্যাগ করিলাম। কেন, কেন রাজ্যে প্রত্যাগমন করে আপনাদের বিধি বিগর্হিত বিড়ম্বনায় বিমুগ্ধ হলাম। আপনারা যখন সকলেই আমাকে যুদ্ধ যাত্রা কর্‌তে ভূয়োভুয়ঃ নিষেধ কর্‌ছেন তখন আর কি বল্‌ব। কিন্তু, মুখাগ্রে আন্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কর্ণাটের আর রক্ষা নাই। হায় কর্ণাট! আমি জীবিত থাক্‌তে তোমার এ দশা হল।

(কিয়ৎকালনিস্তব্ধ থাকিয়া) যাই।

বিষণ্ণ চিত্তে প্রস্থান।

নেপথ্যে রণবাদ্য।

চন্দ্র। (সবিস্ময়ে চারিদিক্ নিরীক্ষণ) একি। অ্যাঁ! এ আবার কি! পুনর্ব্বার যে রণবাদ্য শুন্‌তে পাই। এ যে শত্রু পক্ষের বিজয় ধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্ছে, কি সর্ব্বনাশ! এখন করি কি! (দণ্ডায়মান হইয়া) যা হোক্, অদৃষ্টে যাই থাক্ সভাসদগণ শীঘ্র তোমরা যুব-

রাজকে সম্বাদ দাওগে, আমি স্বয়ংই যুদ্ধক্ষেত্রে চল্‌লাম তোমরা আমার অনুসরণ কর।

দ্রুতপদে রাজার প্রস্থান ও সকলের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

উজ্জয়িনী রাজসভা ।

রাজা বিক্রমকেশরী, প্রজ্ঞারত্ন, অমরকেতন ও
কতিপয় সভাসদ আসীন ।

প্রজ্ঞ । মহারাজ ! এমন যুদ্ধত অনেক কাল দেখা যায় নাই।
প্রায মাস ত্রয ব্যাপিযা কর্ণাটেশ্বরের সহিত অবিশ্রান্ত
যুদ্ধ হচ্ছে, পৃথিবী শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হচ্ছে, কিন্তু
অদ্যাপি সে ভীষণ সমবের অবসান হল না ।

রাজা । মন্ত্রি ! কি কুক্ষণেই আমি এ দারুণ সমরে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম বল্‌তে পারি না । আমার প্রধান প্রধান রণ
নিপুণ সেনানী সকল সমরশায়ী হল, কোষাগার প্রায়
শূন্য, এখন করি কি, উপায় কি । বীরবল্লভ বালক, সে
কি এ কর্ণাট সমররূপ দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হতে পারবে ?

অমর । মহারাজ ! আমিত চিন্তার কারণ কিছুই দেখ্‌ছি
না । বীরবল্লভ সামান্য বীর নয়, আমি তার বীরত্বের
পরিচয় অগ্রেই আপনাকে নিবেদন করিছি, তবে যে তিনি
এখনও জয়ী হয়ে উজ্জয়িনীতে কি জন্য প্রত্যাগমন
কর্‌ছেন না বল্‌তে পারি না । মহারাজের যদি অনুমতি

হয় তবে এ দাস পুনরায় স্বয়ং যাইয়া অচিরে শত্রু-কুল বিনষ্ট করে।

প্রজ্ঞা। না, আপনকার এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া কোন মতেই যুক্তি যুক্ত নয়। উজ্জয়িনী বীর শূন্য, শত্রু-গণ ছিদ্রানুসন্ধায়ী, যদি তাহারা আপনকার অনুপ-স্থিতে নগর আক্রমণ করে, তা হলে রাজ্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে।

রাজা। ভাল, সেনাপতি! বৃদ্ধ কর্ণাটেশ্বর যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে কোথায় পলায়ন কর্‌লেন্ তার কিছু অনুসন্ধান কর্‌তে পার্‌লে ?

অমর। মহারাজ! আমি তাঁর অন্বেষণে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। দুর্গম কান্তার, দুরারোহ পর্ব্বত, ভগ্নাট্টালিকা, গভীর উপত্যকা, সকল স্থানেই তার অনুসন্ধান করিছি, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হয়েছে।

প্রজ্ঞা। সেনাপতি ম'শায় তাঁকে ধৃত কর্‌বার নিমিত্ত প্রাণপণে যে চেষ্টা করেছিলেন তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। আমারই অদৃষ্ট বল্‌তে হবে। দুষ্ট কর্ণাট যখন পরাস্ত হয়েও হস্তগত হল না, যখন এ ভীষণ সমরানল আজও নির্ব্বাপিত হল না, তখন ভবিষ্যতে যে কি মহা অমঙ্গল ঘট্‌বে তা বল্‌তে পারি না ?

প্রজ্ঞা। ভাল, সেনাপতি ম'শায়। জিজ্ঞাসা করি, বীর বল্লভকে কি আপনি সমরক্ষেত্রে দেখেছেন ?

অমর। মন্ত্রি ম'শায়! আমি যখন কর্ণাটেশ্বরের কোন অনুসন্ধান না পেয়ে সমরক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ কর্‌ছি অদূরে উজ্জ-

য়িনী সেনার আর্ত্তনাদ আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হ'ল, অমনি নিকটস্থ এক পর্ব্বত শিখরে উঠে দেখি, বীরবল্লভ কর্ণাট যুবরাজের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হয়েছেন। নদী প্রবাহের ন্যায় রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, উজ্জয়িনী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছে; রাজপুত্র রঞ্জন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মুহুর্মুহু আকাশ ভেদী ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে পর্ব্বত প্রদেশ প্রতিধ্বনিত কর্‌ছেন।

রাজা। ভাল, তোমার কি বোধ হয় বীর বল্লভ পরাস্ত হবেন?

অমর। মহারাজ! তা এখন কেমন করে বল্‌তে পারি, জয় পরাজয় ঈশ্বরের হাত; কিন্তু, রঞ্জনের ন্যায় বীর পুরুষ আমি কখন স্বচক্ষে দেখি নাই। বীরবল্লভ যতই অস্ত্র সঞ্চালন কর্‌ছেন, কৌশল ক্রমে সেই কর্ণাট পুত্র স্বীয় বিশাল তরবারী দ্বারা সে সকলই প্রতিঘাত কর্‌ছেন; অধিক কি বল্‌ব, এমন এক এক সময় বোধ হতে লাগ্‌ল, যে কর্ণাট যুবরাজ রণশায়ী হলেন, কিন্তু, তার অব্যবহিত পরেই দেখি, তিনি সেই উদ্যম, সেই অলৌলিক বল-বীর্য্যের সহিত পুনঃ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

নেপথ্যে। বিজয় বাদ্য।

প্রজ্ঞা। মহারাজ! ঐ শুনুন, ঐ শুনুন, অদূরে জয়ধ্বনি সূচক তুরি ভেরী ও বিজয় বাদ্য হচ্ছে, এতদিনে বুঝি দেবতারা আপনকার প্রতি অনুকূল হলেন।

(সকলে চারিদিক নিরীক্ষণ)

রাজা। হাঁ হাঁ তাইত, এ যে জয় সূচক বাদ্য (দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া) এই যে সেনানী-দল-সমভিব্যাহারে বীরবল্লভই আস্‌ছে।

কতিপয় উজ্জয়িনী-সেনা সমভিব্যাহারে কর্ণাট
রাজপুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া
বীরবল্লভের প্রবেশ।

[বীরবল্লভ ও অপর সেনানীগণ সমস্বরে] জয় মহারাজের জয়, জয় উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমকেশরীর জয়।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

বীরবল্লভ! যুদ্ধের কুশল? কর্ণাট সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে? তোমাকে যে আজ জয় ধ্বনির সহিত আমার সম্মুখীন দেখিলাম ইহাতে আমি যার পর নাই প্রীত হয়েছি।

বীর। মহারাজ! আপনকার অমঙ্গল কোথা! সর্ব্বত্রই আপনকার জয়। কর্ণাট সৈন্য সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে। (রঞ্জনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) দেখুন, বীর কেশরী কর্ণাট রাজপুত্র বন্দিভাবে আপনকার বিচারার্থী হয়ে দণ্ডায়মান আছেন, মহারাজ! এক্ষণে উহাঁর প্রতি বীরোচিত ব্যবহার করুন।

বীরবল্লভের কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মান।

রাজা। কর্ণাট রাজ পুত্র! দেখ্‌ছি তুমি বালক, তুমি কেবল পিতৃ আজ্ঞায় যুদ্ধ করেছ, অতএব তুমি আমার ক্রোধের পাত্র নহ। তোমার পিতা সেই দুর্ব্বৃত্ত কর্ণাট আমার চির-শত্রু, তাকে ধৃত কর্‌তে পার্‌লে আমার অভীষ্টসিদ্ধ হোত এখন বল, তোমাকে কি দণ্ডবিধান কর্‌ব?

রঞ্জন। উজ্জয়িনী রাজ! যখন আমি আমার সেই প্রতাপান্বিত মহাবল পরাক্রান্ত পিতার পরম শত্রুর রাজ্যে অপরাধীর মত দণ্ডায়মান আছি, তখন আমি আপনাকে যথেষ্ট দণ্ডিত বলিয়া জানিয়াছি। আমাকে বিধাতাই দণ্ড দিয়াছেন, আপনি আর অধিক কি দণ্ড দিতে পারেন?

রাজা। রঞ্জন! তুমি বালক, তাই আমার সমক্ষে এরূপ উত্তর কর্‌লে। ভেবে দেখ, তোমার পিতা কি পর্য্যন্ত না দুষ্কর্ম্ম করেছে? সেই সকল কথা আদ্যোপান্ত স্মরণ হলে, আমি ক্রোধে অধীর হয়ে উঠি, শরীরের শোণিত দ্বিগুণ বেগে প্রধাবিত হয়। যা হোক্, সে পিশাচ যে দৈবানুগ্রহে আমার হস্তগত হয় নাই এ তার পরম ভাগ্য, এখন বল, কিরূপ দণ্ড বিধান কর্‌লে তোমার পিতার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হয়?

রঞ্জন। মহারাজ! আপনি বিচারক হয়ে সিংহাসনোপবিষ্ট আছেন, আর আমি দণ্ডনীয় হয়ে আপনকার সমক্ষে দণ্ডায়মান আছি, আপনি এখন যা ইচ্ছা বলিতে পারেন। ব্যাধকৃত বাগুরা জাল বদ্ধ সিংহ শাবককে দেখিয়া শৃগালও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। আপনি এখন যাহা বলিবেন অবস্থা গতিকে তাহাই শোভা পাইবে।

রাজা। রে পামর! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, দেখ্‌ছি তোর নিতান্তই দুর্বুদ্ধি ঘটেছে। ঘাতক! ঘাতক!

বীর। মহারাজ! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন! রাজ পুত্রের প্রাণ দণ্ড করিবেন না। এঁর প্রাণ দণ্ড করিলে, ধাত্রী

রাষ্ট্রিয়দিগের ন্যায় অভিমন্যু বধের অপরাধ আপনকার পবিত্র চরিত্রকে কলঙ্কিত করিবে। আপনি বীরাগ্রগণ্য বীরোচিত ব্যবহার করুন।

প্রজ্ঞা। মহারাজ! আপনি যে নিদারুণ দণ্ডের আজ্ঞা কর্‌চেন ইহা সেই বৃদ্ধ কর্ণাটেশ্বরের উপর সম্ভবে, এঁর প্রাণ দণ্ড করিবেন না, আপনি মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ বরং আপনি ইহাঁর প্রাণদণ্ড না করিয়া, যাবজ্জীবন কারাবাসের অনুমতি প্রদান করুন।

রাজা। মন্ত্রিন্! আপনার বাক্য আমাকে অবশ্য রক্ষা কর্‌তে হবে; কিন্তু,যদি সেই বৃদ্ধ কর্ণাটেশ্বর তাহার পুত্রের পরিবর্ত্তে আজ আমার সমক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকৃত, তা হলে তার কৃতাপরাধের কখনই ক্ষমা কর্‌তাম না।

রঞ্জন। মহারাজ! পৃথিবীতে অদ্যাবধি এমন কোন রাজা সিংহাসনারূঢ় হন নাই যিনি আমার পিতাকে অপরাধী বেশে তিলার্দ্ধের জন্য দণ্ডায়মান রাখ্‌তে পারেন?

অমর। যুবরাজ কর্ণাট! বৃথা প্রগল্‌ভতা পরিত্যাগ কর। মৃত্যু আসন্ন জেনেও যে পাপী ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হয় চরমে তাহার ভয়ানক নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা বিলক্ষণ জানিবে।

রঞ্জন। সেনাপতি মশায়! মৃত্যু আসন্ন আর দূরে কি! সংসারে যার জন্ম তারই মৃত্যু,যেখানে সংযোগ সেখানেই বিয়োগ, যেখানে আহ্লাদ সেখানেই বিষাদ—এত সাংসারিক

ধর্ম্ম। আমি যখন এ রাজ বাটীতে প্রবেশ করিছি তখনি আপনাকে মৃতকল্প নির্দ্ধারণ করিছি।

রাজা। রঞ্জন! বীরশ্রেষ্ঠ অমরকেতনের মুখে যদি তোমার ক্ষাত্রোচিত বল বিক্রম ও যুদ্ধনিপুণতার পরিচয় না পাইতাম্, আর তোমার বয়সের অনাধিক্যতা প্রযুক্ত সভাসদবর্গের যদি তোমার জীবনের উপর মমতা না জন্মিত, তা হলে এখনি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতাম; কিন্তু, এখন তুমি পরম সৌভাগ্য বলে জেনো, যে আমি তোমাকে সে নিদারুণ আজ্ঞা না দিয়া, যাবজ্জীবন শৈলেশ্বরের দুর্গে কারাবাসের আজ্ঞা দিলাম।

রঞ্জন। মহারাজ! আপনি যে দণ্ডবিধান কর্‌লেন, ইহাতে আমি আপনাকে প্রকৃত পক্ষে পরম দুর্ভাগা বলিয়াই জানিলাম; যেহেতু, আপনি পারিষদবর্গের অভিপ্রায়ানু-সারে আমাকে মৃত্যু দণ্ড দিতে পরাঙ্মুখ হলেন। অধীন-তাই যখন মৃত্যু, তখন মৃত্যুর আর কি অবশিষ্ট রহিল; ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর ছিল।

বীর। মহারাজ! যদি অনুকম্পা প্রকাশ করে কর্ণাট রাজ-পুত্রের মৃত্যু দণ্ড উপেক্ষা কর্‌লেন, তবে দাসের এই প্রার্থনা, যুবরাজের শৃঙ্খলোন্মোচনের আজ্ঞা করুন।

রাজা। বীরবল্লভ! তোমার প্রার্থনা আমি গ্রাহ্য করিলাম। প্রধান সেনাপতি ও তোমা হইতে যে আমি এই প্রভূত জয় লাভ করিছি, তা আমি বেস অবগত আছি; অতএব তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখ্‌তে আমি ইচ্ছা করি না,

তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি উহার শৃঙ্খলোম্মোচন করে দাও।

বীর। অপরাধীর প্রতি এরূপ করুণা প্রকাশ! আজ এ দাস আপনাতে এ মহানুভাবতা ও ঔদার্য্যের পরিচয় পাইয়া জানিল যে উজ্জয়িনী রাজসিংহাসন উপযুক্ত হস্তেই পতিত হইয়াছে। অমরগণ বেষ্টিত মহেন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হয়ে আপনার কীর্ত্তি কলাপ যে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় থাক্‌বে তার আর সন্দেহ নাই।

উপবিষ্ট হইয়া রঞ্জনের শৃঙ্খলোম্মোচন।

রঞ্জন। বীরবল্লভ! এই জন্যই কি তুমি সেই কর্ণাটীয় তুমুল সংগ্রামে আমার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে সমধিক সতর্ক হয়েছিলে? আমাকে বদ্ধ করে অবশেষে এরূপ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দেওয়া কি তোমার অভিপ্রেত ছিল? আমি কি হীনতেজ হয়েছিলেম না তোমার নিকট জীবন ভিক্ষা চেয়ে ছিলেম। তেজোবিহীন হয়ে ক্ষত্রোচিত যুদ্ধধর্ম্মের কি কিছু গর্হিতাচরণ করেছিলাম যে, সেই জন্যে, সেই মহাপাতক জন্যে, তুমি আমার এই ঘৃণিত অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় পাপজীবন যাচ্ঞা করিলে। ধিক্‌ আমার জীবনে! এখন তুমি আমাকে যেখানে ইচ্ছা লয়ে যাও যেখানে রাখিতে হয় রাখ, রঞ্জনের দেহ মাত্র তোমার হস্তে রহিল, রঞ্জনের প্রাণ বায়ু সেই কর্ণাট চতুঃসীমার মধ্যেই বিচরণ করিতেছে কখনই অন্যত্র সঞ্চরণ করিবে না।

বীরবল্লভ রাজাকে প্রণাম করিয়া উজ্জয়িনী-
সেনা সমভিব্যাহারে রঞ্জনকে লইয়া
দুর্গাভিমুখে গমন।

রাজা। সেনাপতি। তুমি কর্ণাট পুত্রের বীরত্বের কথা যা বলেছিলে আজ তাহা স্বচ্ছন্দে দেখ্‌লাম। রঞ্জন পিতার উপযুক্ত সন্তান। বীরবল্লভ তাকে হত্যা না করে যে বন্দী ভাবে আমার সমক্ষে উপস্থিত করেছে, সে জন্য আমি তার প্রতি সাতিশয় প্রীত হয়েছি, আজ তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করে সভাভঙ্গ কর্‌লেম। (নেপথ্যে তূর্য্যবাদন)

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উজ্জয়িনী রাজভবনের অদূরস্থ প্রমোদকানন।

প্রমদা একাকিনী আসীনা।

গীত।

প্রমদা। বাহার বাগেশ্রী—আড়া।

যুবতী জীবন ধন সে জন গুণ আকর।
বারেক নিরখি তারে অস্থির হল অন্তর॥

মনোজ মনোজ পরে
দেহ জ্বর জ্বর করে
সদা মন চাহে তারে যে হরিল হৃদিহার ॥
গলেরি মালতী মালা
জ্বালিছে দ্বিগুণ জ্বালা
শশাঙ্ক-শীতল-কলা হইল গরলাধার ॥
মলয়েরি সমীরণে
বিষ সম বাজে প্রাণে
কোকিলের কুহুধ্বনে বধির কর্ণ বিবর ॥

অলক্ষিতভাবে মুরলার প্রবেশ।

প্রমদা। (মুরলাকে দেখিয়া অপ্রস্তুতভাবে) অ্যাঁ! কেও প্রিয়সখি এতক্ষণ কোথা ছিলে ভাই?

মুরলা। কেন সখি মনোভাব করলো গোপন।
জেনেছি জেনেছি তব বিরহ বেদন ॥
তা সখি সে রাজপুত্র যে তোমার পিতার পরম শত্রু, কর্ণাট রাজার ছেলে তার প্রতি তোমার আকিঞ্চন যে বৃথা হবে।

প্রমদা। তোমার নিকট সখি আমি কি কিছু গোপন করিছি তাই তুমি বল্‌ছ। আমি কেন তাঁর নিমিত্ত আকিঞ্চন কর্‌ব, তিনি পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, পিতা তাঁকে কারাবাস দিয়েছেন, তিনি এখন আমাদের একজন বন্দী হয়েছেন তাঁর তরে কেন আমি ভাবব।

মুরলা। তিনি কেন বন্দী হতে যাবেন, এখন দেখ্‌ছি তুমিই তাঁর বন্দী হয়েছ ?

প্রমদা। কেন সখি, তুমি এমন্ কথা বলছ, আমি কি তার তরে ভাব্‌ছি ?

মুরলা। ভাবছ কি না ভাবছ তোমার্ মনই তার সাক্ষ্য দেবে। সেকি রাজকুমারি কাঁদ্‌ছ নাকি ! (প্রমদার অধোবদনে রোদন)

গীত।

কানেড়া—মধ্যমান।

কেনরে সখিরে প্রমোদ কাননে ?
দহে মন প্রাণ দারুণ দহনে ;
বহিতেছে সমীরণ
অনল সমান,
ফুল কুল পরিমলে আকুল প্রাণে ॥
শরতেরি শশধরে
নিরখি নয়নে,
অভাগিনী পাগলিনী বাঁচিনে জীবনে।
প্রকৃতির মনোলোভা
নাহি সে শোভা,
স্বভাবে অভাব হেরি কপাল গুণে ॥

মুরলা। কি হয়েছে তাই ভেঙ্গেই বলনা এখনি তার প্রতিকার কর্‌ছি !

প্রমদা। দেখো, পার্‌বে ত ?

মুরলা। আমি পারবনা ত পারবে কে, পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কি আছে ?

প্রমদা। সখি ! আমার মন চুরি গেছে, সেই মনোচোরকে ধরে দিতে পার ?

মুরলা। রাজনন্দিনি ! চোর ধরা ত সহজ কাজ, বলনা এখনি তোমার তরে আমি আকাশের চাঁদ ধরে এনে দিচ্ছি।

প্রমোদা। না সখি, ঠাট্টা নয়। আমি এখন কি কর্‌ব বল, আমি যে কিছুতেই আমার মন্‌কে বুঝাতে পার্‌ছি না।

মুরলা। (স্বগত) দেখ্‌তে পাচ্ছি সখি একান্তই সেই যুবরাজের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন ; (প্রকাশ্যে) ভাল সখি ! তুমি তাঁর জন্য যেমন ব্যাকুল হয়েছ, তিনি কি তোমার প্রতি তেম্‌নি অনুরক্ত হয়েছেন ? তা বোধ হয় কখনই নয়।

প্রমদা। তা বোন্‌ আমি কেমন করে জান্‌ব ! তবে তাঁর আকার ইঙ্গিতে বোধ হয় তিনি আমায় ঘৃণা করেন না।

মুরলা। তাঁর অনুরাগের কিছু প্রমাণ পেয়েছ নাকি ?

প্রমদা। সখি ! সে দিন আমি বিকাল বেলা ছাদের উপর বসে আছি, আর সরলা গান্‌ কর্‌ছে, তাই এক মনে শুন্‌ছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার চক্ষু সেই দুর্গের দিকে গেল, দেখ্‌লেম রাজপুত্র আমার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন।

মুরলা। তার পর।

প্রমদা। তার পর আর্ কি, তোমার মাথা।

মুরলা। আমার মাথা, না আপনারই মাথা খেয়েছ! একেবারে মরেছ!

প্রমদা। সখি! মরণ হলেত বাঁচি, সকল জ্বালাই ঘুচে যায়। তা হয় কৈ, সত্যি বল্‌ছি বোন্ আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা নাই।

মুরলা। হুঃ সখি!—

প্রেমশর পশিয়াছে হৃদয়ে যাহার।
সেই সে স্বজনি জানে বেদনা তাহার॥

প্রমদা। সখি! এখন পরিহাস পরিত্যাগ করে বল, তোমার কি বোধ হয়, তিনি কি আমায় ঘৃণা কর্‌বেন?

মুরলা। সখি! ভ্রমর কি কখন পদ্মিনীকে উপেক্ষা করে?

প্রমদা। হ্যাঁ সখি! তোমার কি বোধ হয়, রাজপুত্রের কি আজিও বিবাহ হয় নাই?

মুরলা। তবে তোমার মনোগত ইচ্ছা যে আমি দুর্গে গিয়া তোমার সেই মনোচোরের নিকট সকল সংবাদ জেনে আসি, কেমন না সখি?

প্রমদা। সখি! তাকি আমি তোমায় বল্‌তে পারি?

মুরলা। তবে এখনি যাব নাকি? আর আজ না হয় এক দিন যেতেইত হবে, তবে এখনি যাই।

(গমনোদ্যতা)

প্রমদা। (হস্ত ধারণ করিয়া উপবেশন) আঃ মরণ! সত্য সত্য যাবে নাকি! কোথা যাবে?

মুরলা। দুর্গা বলে দুর্গে যাব, লয়ে তব প্রেমের ভার।
প্রমদা প্রদত্ত নিধি, বলে দিব উপহার ॥

বুঝ্‌লে সখি ? আমি এই চল্‌লেম।

প্রমদা। মুরলে ! এখন ঠাট্টা রাখ।

মুরলা। সত্য রাজনন্দিনি ! এ দূতী ভিন্ন আর কে সাহস করে একাজে প্রবৃত্ত হবে, আমায় ছেড়ে দাও আমি যাই।

প্রমদা। সত্য সত্যই চল্‌লে নাকি ?

মুরলা। তা যাবনাত কি ?

মুরলার প্রস্থান।

প্রমদা। তাইত ! সত্যি সত্যি গেল যে দেখ্‌ছি।

(গণ্ডদেশে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক)

গীত।

হাম্বির—একতালা।

আঁখি হেরে তারে,
আকুল করিল হৃদয় মোর, বাঁচিনে স্মর-শরে।
মানস মোহিল মোহন রূপে,
বলহ ধৈরজ ধরি কি রূপে,
না জানি মাতিয়ে প্রণয় রসে, পড়িনু বিষম ফেরে ॥

(গীতান্তে) আমি আর এখানে থেকে কি করি, মুরলা তো এখন ফিরে এল না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

শৈলেশ্বরের দুর্গস্থ গৃহ।

রঞ্জন একাকী আসীন।

রঞ্জন। (স্বগত) হা ধিক্! আমি অতি নীচাশয়, মনুষ্য নামের নিতান্ত অযোগ্য। ক্ষত্রকুলে কেন আমার জন্ম হয়েছিল। যার মনের বল নাই সে কি বীর? রাজকুমার হয়ে আজ আমি পররাজ্যে দস্যুর ন্যায় বাস কর্‌ছি। হায়রে! আমি এখনও এই ঘৃণিত দেহ-ভার বহন কর্‌ছি? বীরবল্লভ! বীরবল্লভ! তুমি কেন না আমায় হত্যা কর্‌লে? সে দিন সমরশায়ী হলেত আমায় এ যাতনা ভোগ কর্‌তে হোত না। রঞ্জন! প্রস্তুত হও, আজি মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর! এখন আর কি আকর্ষণে বাঁচিতে চাও? ভীরু! তুমি মৃত্যুকে ভয় কর? নতুবা, পরাধীন হয়ে এখনও জীবন ধারণ কর্‌তে চাও? পরাধীন! আমি পরাধীন! হায় রঞ্জন! আজি তোমার দেহমন উভয়ই পরাধীন! কি লজ্জা! কি লজ্জা! উঃ! পরাধীন মন মরিতে চাহে না—

বীরবল্লভের প্রবেশ।

বীর। কুমার! আজ আপনার এমন বিষণ্ণ ভাব কেন? হা কারণ আছে বুঝিছি।

রঞ্জন। কি বুঝ্‌লে বল?

বীর। আপনার মনের কথা আপনিই বলুন না কেন? আজও কি এ দাস আপনার বিশ্বাসপাত্র হয় নাই।

রঞ্জন। সখা! তোমায় আমি কোন বিষয়ে কবে অবিশ্বাস করিছি বল?

বীর। তাই যদি করেন না, তবে কি ভাব্‌ছিলেন বলুন না কেন? আপনি যা চান্‌, তা আপনার সম্বন্ধে দুর্ল্লভ নয়।

রঞ্জন। আমি কি চাই?

বীর। যার পানে এক দৃষ্টে চান তাকে চান্‌ না?

রঞ্জন। আমি কার পানে চাই? বীরবল্লভ! দেখ্‌তে পাচ্ছি তুমি আমার সহিত পরিহাস কর্‌ছ?

বীর। কুমার! রাজনন্দিনী আপনার পক্ষে দুর্ল্লভ নন।

রঞ্জন। (স্বগত) দেখ্‌তে পাচ্ছি, এ ব্যক্তি আমার চিত্তচাঞ্চল্য বুঝ্‌তে পেরেছে; (প্রকাশ্যে) সখা! আমিত উন্মত্ত হই নাই যে আমার চিত্ত স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করবে।

বীর। তবে আপনি রাজনন্দিনীকে চান? কেমন--

রঞ্জন। (মৌনভাবে অবস্থিতি)

বীর। (স্বগত) হুঃ বুঝাগেছে, (প্রকাশ্যে) ভাল, কুমার! সেদিন সন্ধ্যাবেলা আপনি যখন ঐ অলিন্দে বসে ছিলেন, তখন রাজকুমারী তাঁর সখির সহিত ছাদে বেড়াচ্ছিলেন কেমন?

রঞ্জন। হাঁ তা কি হয়েছে? তুমি দেখ্‌লে কি?

বীর। যা দেখ্‌বার তাই দেখ্‌লাম্‌—কিন্তু, আমি সে সময় আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে ভাল করি নাই।

রঞ্জন। কেন ?

বীর। রাজনন্দিনী,পলকশূন্য সতৃষ্ণ নয়নেআপনাকে নিরীক্ষণ করছিলেন,আমাকে দেখিবা মাত্র লজ্জাবনত বদনে অন্য দিকে চলে গেলেন। সখা! তাঁর সে ভাব দেখে আপনারপ্রতি তাঁর যে প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে এটি স্পষ্টই বোধ হল। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনি রাজকুমারীর সহিত আলাপ করতে চান্ ?

রঞ্জন। (স্বগত) কি ভয়ানক লোক! (প্রকাশ্যে) তুমি তাঁকে এখানে আন্‌তে পার নাকি ?

বীর। তার আবার আশ্চর্য্য কি।

রঞ্জন। কি করে আনবে বল ?

বীর। সে সব উপায় করা যাবে, তার জন্য আপনার চিন্তা কি ?

রঞ্জন। (স্বগত) এঁর উদ্দেশ্য কি বুঝ্‌তে পারছি না ? আচ্ছা দেখাই যাক্ না কেন ? (প্রকাশ্যে) প্রিয় বীরবল্লভ! তোমার অকপট বন্ধুতার পরিচয় আমি পদে পদে লক্ষ্য করছি। তুমি আমার জন্য রাজার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিলে, স্বহস্তে হস্তপদ হতে কঠিন শৃঙ্খলোন্মোচন করে দিলে, এখন আবার আমাকে রাজকন্যার সহবাস সুখ দান কর্‌বার জন্য আশ্বাস দিচ্ছ ; ইহাতে আমি তোমার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

বীর। (স্বগত) তবুও আমি এখন প্রকাশ করি নাই যে আমি উহাঁকে সম্পূর্ণ রূপ কারামুক্ত করে দিব, তা এখন সে সব কথা থাক্, উপযুক্ত সময় বুঝে সে কথা উত্থাপন

কর্‌ব! (প্রকাশ্যে) যুবরাজ! আপনার এ বাক্যপ্রসাদে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম, এখন আপনার ইষ্টসাধন কর্‌তে পার্‌লে আমি যথেষ্ট সুখী হই!

রঞ্জন। বয়স্য! তোমার অমৃতময় বাক্যে আমি সাতিশয় প্রীত হয়েছি। আমি এ কৃতজ্ঞতার প্রতিব্যবহার যখন কর্‌তে পার্‌ব তখন তোমার ঋণ হতে মুক্ত হলাম জান্‌ব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, রাজান্তঃপুরে কি তোমার গতি বিধি আছে।

বীর। না যুবরাজ তথায় বৃদ্ধ মন্ত্রী মশায় ভিন্ন আর কাহার যাবার অনুমতি নাই!

রঞ্জন। তবে তুমি কি প্রকারে রাজকন্যাকে দুর্গে আনয়ন কর্‌বে?

বীর। তার উপায় আছে।

রঞ্জন। কি উপায় আছে, বল?

বীর। রাজনন্দিনীর প্রিয়সখী মুরলার সহিত আমার আলাপ আছে, আগে তার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে হবে।

রঞ্জন। (স্বগত) এ ব্যক্তির একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে তার আর সন্দেহ নাই; (প্রকাশ্যে) তা হলে কি হবে!

বীর। তার দ্বারাই সকল কাজ সিদ্ধ হবে।

রঞ্জন। ভাল, সে স্ত্রীলোক হয়ে কি এ দুঃসাহসিক কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌বে।

বীর। রাজকুমার! দেখ্‌তে পাচ্ছি আপনি প্রণয়ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। যুবরাজ, এ সকল কার্য্য চিরকালই স্ত্রীলোক দ্বারা সুসম্পন্ন হয়, বিশেষ মুরলা সামান্যা

পরিচারিকা নন। রাজকন্যা তাহাকে সমূহ মান্য করেন ও তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন।

রঞ্জন। মূরলা পরিচারিকা নন ?

বীর। না কুমার! মূরলা ইন্দোর রাজদুহিতা। উজ্জয়িনী রাজ ইন্দোর জয়ের সময় তাহাকে হরণ করে আনেন।

রঞ্জন। আচ্ছা, তোমার সহিত মূরলার আলাপ হোল কেমন করে ?

বীর। কুমার! সে অনেক কথা! জগদীশ্বর যদি কখন দিন দেন তখন বল্‌ব।

রঞ্জন। সখা! তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর্‌লে।

বীর। যুবরাজ! আগে আপনার কার্য্য উদ্ধার করে দিই তার পর আমার নিজের কথা কব।

রঞ্জন। বীরবল্লভ! শত্রুকর্ত্তৃক বন্দী ও পরাধীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে দুর্গবাসে মনে করে ছিলাম আমার বন্ধু বিচ্ছেদে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে, তা সে পক্ষে বিধাতা সানুকূল হয়ে আমায় এক পরম সুহৃদ দান করেছেন। বিধাতা যদি কখন দিন দেন তবেই তোমার এ ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব!

বীর। (স্বগত) কুমার কি আমার মনোভাব জান্‌তে পেরেছেন? যাহোক্‌, এখন মূরলার সহিত উজ্জয়িনী সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌লে আমার মনোরথ পূর্ণ হয় এবং সে উদ্দেশ্য সাধনে কুমারই আমার একমাত্র ভরসা, ওঁর সাহায্য কর্‌লে উনিও অবশ্য আমার সহায়তা কর্‌বেন।

রঞ্জন। সখা! কি ভাব্‌ছ? মৌনভাবে রইলে যে?

বীর। (অপ্রস্তুতভাবে) না কুমার, এখন কি উপায়ে আপনাকে শীঘ্র কারামুক্ত করতে পারব তাই চিন্তা করছিলেম। থাক্ এখন সে অনেক দূরের কথা আগে রাজনন্দিনীর সহিত আপনার মিলন সংঘটন করি।

রঞ্জন। (স্বগত) এ তো প্রলোভন দ্বারা আমার চিত্ত পরীক্ষা করছে না। (প্রকাশ্যে) কি সখা, কি বল্‌লে তুমি আমায় কারামুক্ত করতে পারবে?

বীর। কুমার! আমি কথায় কিছু বল্‌তে চাই না কার্য্যে দেখাতে চাই। রাত্রি অধিক হয়েছে এখন আসি, বিশ্রাম করুন গে।

বীরবল্লভের প্রস্থান।

রঞ্জন। (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে) আমি বিশ্রাম করব? কারাবাসে আবার বিশ্রাম কোথায়। নিদ্রা এ পাপ চক্ষু পরিত্যাগ করেছে। শান্তি এ হত-ভাগ্যের হৃদয় হতে চিরকালের জন্য বিদায় লয়েছে। হায়! আমার কি বিশ্রাম আছে? চিন্তার কি বিশ্রাম আছে। তবু এ পাপ দেহে এত মায়া কেন? এ মহা-মায়া সেই মায়াবিনী চারুহাসিনীর। আহা! মনের কি বিচিত্র গতি! আশার কি মন্মোহিনীশক্তি। এই মন কতবার এ পরাধীন কারাবাসী বন্দীকে ধিক্কার দিয়াছে, অন্নগ্রাস তুলিতে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করাইয়াছে, জলপান কালে কালকূট মিশ্রিত বলিয়া কতই বিভীষিকা দেখাইয়াছে—আজ সেই অন্ন সেই পানীয় লইতে মন কেন ধাবিত হইতেছে? জীবনের প্রতি কেন এত মমতা

জন্মিতেছে! এ কাহার কার্য্য? আশার। এই আশা-সূর্য্য হৃদয়-গিরিতে অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতেছে। তাহার নবরাগ রঞ্জিত সহস্র রশ্মি ক্ষোভ রূপ অন্ধকার তিরোহিত করে মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলিনীর দিকে যেন সহস্র চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে! আশা সেই কমলিনী প্রমদার দিকেই আমায় আকর্ষণ করিতেছে, আশা মৃতসঞ্জিবনী শক্তি বিকাশ করে আমার জীবনের উপর মমতা জন্মাইয়া দিতেছে। এখন আমার সেই মনোমোহিনীর জন্য জীবন ধারণ কর্‌তে হচ্ছে!!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—চণ্ড কৌশিকীর মন্দির।

জটাজুটধারী সন্ন্যাসী-বেশে কর্ণাট রাজা ও যোগিনী-বেশে কর্ণাট রাজমহিষী-আসীনা।

সন্ন্যা। প্রিয়ে! প্রিয়জন বিয়োগ কার না হয়েছে। অন্ধধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারা-শত পুত্রের ও বিয়োগ দুঃখ বিস্মৃত হয়েছিলেন তবে তুমি অকারণ কেন এত বিলাপ কর্‌ছ!

যো। নাথ! আমার রঞ্জন কি নাই! হা বিধাতা! আমি কোন্ মহাপাতকে রঞ্জনকে হারালাম, হা রঞ্জন! রঞ্জন!

(রোদন)

সন্ন্যা। দেবি! বৃথা রোদনে ফল কি! মঙ্গলময় জগদীশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই হইবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে রঞ্জন জীবিত আছে।

যো। নাথ! আমার সেই হারানিধি কি আবার ফিরে পাব? আমার এমন দিনকি হবে।

সন্ন্যা। রাজ্ঞি! সে শুভদিন আবার হলেও হতে পারে। কিন্তু পার্থিব সুখেচ্ছা ও সাংসারিক মায়া মোহ কি চিরকালই তোমার মনে প্রভুত্ব কর্‌বে? মনে কর রঞ্জন নাই—যিনি দিয়াছিলেন তিনিই লয়েছেন।

যো। নাথ! নিরস্ত হোন্। ক্ষমাকরুন, অমন কথা বল্‌বেন না এ নিদারুণ-কথা শুন্‌লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

সন্ন্যা। দেখ দেবি! হৃদয় হতে মায়ামোহ একবারে পরিত্যাগ কর.এজগতে কে কার,এই জীবন-পথে পিতা,মাতা,ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি কত শত শত পথিকের সহিত সর্ব্বদা আমাদের পরিচয় হয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা কোথায় চলিয়া যায়, কালে তাহাদের অবয়ব পর্য্যন্তও আমাদের চিত্তপট হতে একেবারে মুছিয়া যায়। যে পুত্রকে কত যত্নের সহিত প্রতিপালন করিছি, যার বিচ্ছেদে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে সে পুত্রকেও কিছুদিন পরে অবশ্যই ভুল্‌তে হবে, তবে দেবি, কেন অকারণ দুঃখ কর?

যো। নাথ! রঞ্জনকে আমার জীবন থাক্‌তে ভুল্‌তে পার্‌বনা।

সন্ন্যা। দেবি! মোহ বশতঃ তুমি আত্মপর বিবেচনা কর্‌তে পাচ্চনা। যাঁর সহিত আমাদের অনন্তকালের সম্বন্ধ যাঁকে আমরা কোন কালেও ভুল্‌তে পার্‌ব না, যিনি আমাদের আত্মার আত্মা পরমাত্মীয়, তাঁকে উপেক্ষা করে রঞ্জনকে আপনার জ্ঞান কর? ঈশ্বরের সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ, ঈশ্বর আমাদের চির বন্ধু, তাঁহাকেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও হৃদয় মন সমুদয় অর্পণ কর তোমার মঙ্গল হবে।

যো। নাথ! আপনি যা বল্‌ছেন তা সকলই সত্য, কিন্তু আমার ব্যথিত অন্তঃকরণ কিছুতেই শান্ত হয় না।

সন্ন্যা। হাঁ বৈরাগ্য আশ্রয় করা অতীব কঠিন বটে,

কিন্তু তা যদি না পার্‌বে তবে তপোবনে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে আমি কতবার বলে ছিলাম, তুমি আমার সঙ্গিনী হইও না কিন্তু এখন বিবেচনা কর দেখি, তুমি আমার ঈশ্বর সাধনার কত ব্যাঘাত জন্মাইতেছ।

যো। নাথ! আপনার সঙ্গিনী হয়েছি বলে কি আমি অপরাধিনী হলাম? বলুন দেখি, আপনি যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সৈন্য সামন্তের সহিত যদি আমাকে একাকিনী সেই শূন্য রাজপুরীতে পরিত্যাগ করে আস্‌তেন, তা হলে আমার কি দশা হোত?

সন্ন্যা। কেন, তুমিত মনে করলে তোমার পিত্রালয়ে যেতে পার্‌তে?

যো। কি নাথ! কি বল্‌লেন? আমি আপনাকে এদুরবস্থায় পরিত্যাগ করে পিত্রালয়ে থাকব?

সন্ন্যা। মহিষি! তোমার স্বভাব সামান্যা স্ত্রী জাতির ন্যায় নহে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু এপ্রশান্ত তপোবনে এসে, তোমার এ প্রকার শোকাভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। অতএব, পুত্র বিচ্ছেদ বিস্মৃত হও, জীবন মন ঈশ্বরে সমাধান কর।

যো। নাথ! ক্ষমা করুন, প্রাণ থাকৃতে রঞ্জনকে আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না।

সন্ন্যা। হোঃ হোঃ জগদীশ! (স্বগত) দেখ্‌ছি অদ্যাপি দেবীর হৃদয় মায়ামেঘে আচ্ছন্ন রয়েছে। পুত্র শোকাতুরা

রমণীর হৃদয়ে সহজে কি প্রবোধ সূর্য্যের উদয় হয়? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! তুমি আশ্বস্ত হও, আমার কথায় অন্যথা ভেবনা আমি রঞ্জনের প্রকৃত তথ্য নেবার চেষ্টা করছি, তুমি শোক দুঃখ পরিত্যাগ কর, আমার বিশ্বাস হচ্ছে রঞ্জন জীবিত আছে তার কোন অনিষ্ট হয় নাই।

যো। নাথ! আমার কি এমন ভাগ্য হবে। হা হতভাগিনী আমি, আজিও কোন্ প্রাণে আমি তার বিচ্ছেদে জীবিত রয়েছি!

(রোদন)

সম্রা। (উত্তীর বস্ত্র দ্বারা রাজ্ঞির অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রিয়ে! তুমি এখন যাও, চণ্ড-কৌশিকীর পূজার আয়োজন করগে, তাহলে তোমার মন অনেক সুস্থ হবে আমিও কার্য্যান্তরে গমন করি।

উভয়ে ভিন্নদিক্ দিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কর্ণাট রাজার তপোবন।

তপস্বী-বেশে কর্ণাট রাজ মন্ত্রির প্রবেশ।

মন্ত্রী। আহা! কি মনোহর তপোবন! কি পবিত্র স্থান? স্থানে স্থানে তরুলতাদি, কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। বিহঙ্গমগণ কেমন মধুস্বরে গান কর্‌ছে, উপ-ত্যকা ভূমিতে হরিণ শাবক সকল কেমন সচ্ছন্দে ক্রীড়া

করে বেড়াচ্ছে, অদূরে নির্ঝরিণীর প্রপাত শব্দ কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করছে। সুমন্দ মলয় প্রবাহে মন প্রাণ স্নিগ্ধ হচ্ছে। আবার চতুর্দ্দিক বন-কুসুম সৌরভে আমোদিত করে তুলেছে। বোধ হচ্ছে যেন প্রকৃতি-সতী মূর্ত্তিমতী হয়ে সেই গুণময়ের গুণ-কীর্ত্তন কর্‌ছেন! তপস্যারত এই উপযুক্ত স্থান। মনের স্থৈর্য্য ও একাগ্রতা এখানে সহজেই সম্পাদিত হয়; বৃদ্ধরাজর্ষি এখানে এক প্রকার মনের সুখে আছেন ইহা বেস বোধ হচ্ছে। কি আশ্চর্য্য! এখানে এসে আমারও হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হোল। সংসার আশ্রমে থেকে সদত বিষম বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে এ দগ্ধ হৃদয় ভ্রমেও ত কখন ঈশ্বর চিন্তায় ধাবিত হয় নাই; কিন্তু এ বিজন বিপিনে এসে কে যেন আমার মনকে সেই পদে আকর্ষণ কর্‌ছে। এত বিপৎপাতের সময়ও আমার মনে যেন কি অননুভূত অপরিসীম আনন্দ সঞ্চার হচ্ছে। রে পাপাত্মা! একবার মুহূর্ত্ত জন্যেও সে নাম স্মরণ কর।

গীত।

রামকেলী—কাওয়ালি।

লওরে বলি বারে বার তাঁরি নাম,
চলে কল্লোলিয়া কালের স্রোত
ছাড় ছাড় মায়া মোহ ভাবনা
আরে মন দুরাচার, ভবে ভাব ভুবনপতি অসার সংসার ॥

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

(ক্ষণকাল পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) আঃ হৃদয়ের অর্দ্ধেক ভার লাঘব হোল। (নেপথ্যে পাদশব্দ) এই যে কর্ণাটেশ্বর এদিকেই আস্‌ছেন (দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ! জয় হোক্।

কমণ্ডলু হস্তে কর্ণাট রাজার প্রবেশ।

সন্ন্যা। মহাভাগ! প্রণাম হই। আজ আপনকার পদার্পণে আমার এই তপোবন পবিত্র হল, আপনার তপস্যার কুশল?

(কক্ষতল হইতে কুশাসন বিছাইয়া।)

ঋষিবর! আসন পরিগ্রহ করুন, আমি এই সম্মুখস্থ আশ্রম হতে পাদ্যার্ঘ লয়ে আসি। (গমনোদ্যত)

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি কি আমাকে চিন্‌তে পারছেন না। আমি আপনার ঋষি বাক্যের সম্বোধনায় নয়। আমি মহারাজের সেই চিরপালিত মন্ত্রী ধীসেন। কর্ণাটেশ্বর! আমার জন্য আপনার এত অভ্যর্থনার আবশ্যক?

সন্ন্যা। অ্যাঁ মন্ত্রী মশায়! (সবিস্ময়ে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ) আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই, কিছু মনে করিবেন না: আপনার এ ছদ্মবেশের প্রয়োজন?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার ঈদৃশ বেশ পরিবর্ত্তন কেবল আপনার সাক্ষাৎ লাভ জন্য, অন্যতর কারণ কিছুই নাই।

সন্ন্যা। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঋষিবেশের প্রয়োজন?

মন্ত্রী। রাজন্! উজ্জয়িনী সেনা সম্প্রতি জয় লাভ করে কর্ণাট

দুর্গ আক্রমণ করেছে, তারা আজ এ দেশ কাল সে দেশ ক্রমে ক্রমে সকল নগর লুণ্ঠন ও ভস্মসাৎ পূর্ব্বক রাজ্য হুলস্থুল করে তুলেছে। প্রজাবর্গ অরাজক রাজ্য দেখে সর্ব্বদাই হাহাকার করছে। শান্তিপূর্ণ কর্ণাট রাজ্য শ্মশানভূমি হয়েছে। শত্রুসৈন্যেরা কর্ণাট দেশীয়কে দেখিবমাত্র যথেচ্ছা ব্যবহার কচ্চে। আমি সেই ভয়প্রযুক্ত এ ছদ্মবেশ ধারণ করে আপনার নিকট এসেছি। এক্ষণে আপনাকে সেই রাজ্যে পুনর্গমন করে আমাদিগকে শত্রুপীড়ন হতে রক্ষা করতে হবে।

সন্ন্যা। অমাত্যশ্রীসেন! এখন রঞ্জন কোথায়?

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার সস্ত্রীক বন প্রস্থানের পর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুসেনানী, কৌশলক্রমে তাঁহাকে পরাস্ত করে, বন্দীর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ব্বক উজ্জয়িনীতে লইয়া গিয়াছে।

সন্ন্যা। আঃ বাঁচলাম রঞ্জন জীবিত আছেন? ভাল, উজ্জয়িনীরাজ তাহার কি দণ্ডবিধান করেছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! সে বিষয় আমি বলতে পারছি না, কিন্তু উজ্জয়িনীরাজ যে কুমারের প্রতি নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করবেন এমন বোধ হয় না।

সন্ন্যা। তবে রঞ্জনের প্রকৃত অবস্থা আপনারা জানেন না?

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি অরণ্যচারী হয়ে এখানে অবস্থিতি করছেন, আপনি এখন নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করুন, তা হলেই আমরা অবসর পেয়ে, কুমারের উদ্ধার সাধনে যথোচিত যত্ন করতে পারি,

মহারাজ! রঞ্জন শত্রুহস্তে থাকতে আপনার এস্থলে থাকা উপযুক্ত নয়।

সন্ন্যা। সচীবশ্রেষ্ঠ ধাসেন! আপনাদের অভিপ্রায়ে আমি সম্মত হতে পারি না। আমি কি পুনরায় সংসারী হবার জন্য অরণ্যবাসী হয়েছি?

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি পুনর্ব্বার পরম সুখী হবেন, আমার কথা শুনুন নগরে ফিরে চলুন।

সন্ন্যা। মন্ত্রিবর! সংসারে আমার আর কোন আকর্ষণ নাই, আপনি অকারণ আমায় আর অনুরোধ করবেন না।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি ত এইরূপ বলছেন, কিন্তু আমাদের কি উপায় হবে বলুন?

সন্ন্যা। মন্ত্রিন্! বারম্বার আমাকে রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করতে কেন অনুনয় করছেন? আপনি হৃষ্টচিত্তে বিদায় হোন্ আমি আপনাকে কর্ণাট সিংহাসন প্রদান করলেম, আপনি গিয়ে রাজ্য রক্ষা করুন।

মন্ত্রী। মহারাজ! কেমন আজ্ঞা করছেন? আমার কি সাধ্য আমি রাজ্যভার বহন করি। সিংহের ভার কি শৃগালে বহন কত্তে পারে?

সন্ন্যা। তবে আপনারা এক কর্ম্ম করুন, যেমন করে পারেন উজ্জয়িনীর সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে, অগ্রে কুমারের উদ্ধার সাধন করুন, ইহাতে যদি রাজ্যের কিয়দংশ যায় তাতেও ক্ষতি নাই।

মন্ত্রী। অগত্যা তাই করতে হবে! কিন্তু, আপনি নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করলে আমাদের সমস্তই বজায় থাকত।

সন্ন্যা। মন্ত্রী মশায়! আপনি তবে এখন বিদায় হোন্, কর্ত্তব্য সাধনে আর বিলম্ব কর্‌বেননা, কিন্তু, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি

মন্ত্রী। করুন

সন্ন্যা। ইন্দোররাজ আমাদের সাহায্য কর্‌বেন বলেছিলেন, এখন তাঁর মত কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনিইত এখন আমাদের প্রধান বল, প্রধান সহায়, তিনি কুমারের উদ্ধার সাধনে দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন।

সন্ন্যা। বটে, তা না হবে কেন তিনি কি সহজে কর্ণাটের প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যবহার কর্‌তে পারেন! ভাল, ইন্দোররাজকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইও!

মন্ত্রী! মহারাজ! আজ বড় বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় হতে হল। মহারাজ জয় হোক্।

মন্ত্রীর প্রস্থান।

সন্ন্যা। আমিত নগরে আর পুনর্গমন কর্‌ছিনা, তবে রঞ্জন যদি কখন শত্রুহস্ত হতে মুক্ত হবে কর্ণাট সিংহাসনে বস্‌তে পারেন, তবেই মহিষীর সহিত একবার তাহার মুখচন্দ্র দর্শন করে আস্‌ব নতুবা জনমের মত এই তপোবনে কঠোর তপস্যাচরণ করে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত কর্‌ব! এখন যাই দেখিগে মহিষী কি কর্‌ছেন।

সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উজ্জয়িনী-রাজোদ্যান।

লতাকুঞ্জ—মূরলা একাকিনী আসীনা।

মূরলা। (বাম হস্তে বাম কপোল বিন্যস্ত করিয়া) বীরবল্লভ কি তবে যথার্থই আমায় ভাল বাসেন? তা বাসলেও বাস্‌তে পারেন, তবে যে তিনি বলেছিলেন বাগানে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌ব—তা এখনও এলেন না কেন? তা নাই আসুন—তিনি যে আমায় ভাল বাসেন তার আর সন্দেহ নাই—যাকে ভালবাসি সেও যদি ভালভাসে এর চেয়ে জগতে আর কি সুখ আছে? তবে কি আমি সুখিনী? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমার মত অভাগিনীর স্বর্গেও সুখ নাই। হায়! রাজনন্দিনী হয়ে আজ আমি বন্দিনী—আমি দাসীর মত রয়েছি? হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? (অধোবদনে অবস্থান)

বীরবল্লভের প্রবেশ।

বীর। মূরলে! আজ যে এমন বিষণ্ন ভাবে আছ? তোমার মুখে হাসি নাই যে—

মূরলা। নাথ! আমি সর্ব্বদাই হেসে খেলে বেড়াই যথার্থ, কিন্তু আমার অবস্থার কথা মনে হলে আমার মন যে কতদূর ব্যাকুল হয় তা আর তোমায় কি বল্‌ব। হায়! আমি কি চিরকাল এমনি ভাবেই থাক্‌ব? পিতা

কি কখন আমায় উদ্ধার করতে পারবেন না? হা পিতঃ! তোমার অভাগিনী মুরলা কি এ জন্মে তোমার চরণ দর্শন করতে পার্‌বে না?

বীর। মূরলে! কর কি? স্থির হও। স্বাধীন হওয়া এখন তোমারই ইচ্ছাধীন।

মূরলা। সে কি! বীরবল্লভ! সুধাপানে কার অসাধ? তোমার মুখ দেখ্‌লে আমি সকল দুঃখ ভুলে যাই তা সত্য, কিন্তু আজ আমার পিতার জন্যে কেন মন এত অস্থির হচ্ছে? কেন সেই প্রাতঃস্মরণায় মহারাজের চরণ দর্শন কর্‌তে বাসনা হচ্ছে? নাথ! তোমার পায়ে পড়ি একবার আমায় সেইখানে নিয়ে চল—আমি পিতার চরণ দর্শন করে, তাঁর নিকট জন্মের মত বিদায় লয়ে আসি— (অধোবদনে রোদন)

বীর। প্রিয়ে! কেঁদনা, স্থির হও, আমি তোমার নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করছি, যে তোমায় আর রাজ-কুমার রঞ্জনকে শীঘ্রই মুক্ত করে দিব; আর বোধ হয়, তা হলেই তোমার সহিত উজ্জয়িনী সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌ব।

মূরলা। নাথ! এমন দিন কি হবে? আমি তোমায় স্বাধীনভাবে আমার বলে ডাকুতে পারব?

বীর। প্রিয়ে! চিন্তা কি তোমার বাসনা শীঘ্রই পূর্ণ হবে, এখন যা বলেছিলেম তা মনে আছে ত?

মূরলা। নাথ! তোমার কথা কি আমি ভুলতে পারি? রাজ-কুমারীর মত হয়েছে।

বীর। কবে নে যাবে?

মূরলা। যেদিন বল্‌বে।

বীর। এখনি।

মূরলা। আচ্ছা।

বীর। এই চাবি নাও, গুপ্তদ্বার দিয়ে নিয়ে যেও।

মূরলা। তুমি অগ্রসর হও, আমি রাজ-কুমারীকে ডেকে নে যাই?

বীর। সাবধানে যেও।

মূরলার প্রস্থান।

(স্বগত) এখন বোধ হচ্ছে আমার মনোরথ পূর্ণ হতে পার্‌বে। রাজপুত্রের সহিত যদি প্রমদার মিলন সংঘটন হয়, তাহলে যুবরাজেরও আমার প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে; তখন সুযোগ ক্রমে তার নিকট হতে ইন্দোর রাজার নামে এক খানি পত্র লিখিয়া নেব সেই পত্রের দ্বারাই তাঁকে বলা যাবে, তিনি সসৈন্যে উজ্জয়িনী আক্রমণ করুন, বিনা রুধিরপাতে জয় লাভ হবে। তার পর উজ্জয়িনীরাজ পরাস্ত হলে মূরলাকে সহজেই হস্তগত কর্‌তে পার্‌ব, তা হলেইত আমার মনোরথ পূর্ণ হল। অতএব এই স্থির, এখন একবার রাজসভায় যেতে হবে দেখিগে সেখানে কি হচ্ছে।

প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য।

রাজমন্দির।

ইন্দোররাজ, রাজমন্ত্রী ও ধর্ম্মাধিকরণ আসীন।

ইন্দোর। (হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক) মহাশয়! এ কার হস্তাক্ষর বলতে পারেন?

মন্ত্রী। দেখি। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া) এ যে কুমারের লিপি দেখ্‌ছি!

ইন্দোর। পড়ুন না।

(সবিস্ময়ে পুনর্ব্বার পত্রদর্শন)

মন্ত্রী। (পত্র পাঠান্তে) তাইত একি!

ধর্ম্মা। কি! ব্যাপার কি!

মন্ত্রী। এত দিনে বোধ হয় কাত্যায়নী কর্ণাটের প্রতি প্রসন্না হলেন।

ইন্দোর। ভাল করে দেখুন দেখি, ও তাঁরইত লিখন।

ধর্ম্মা। দেখি, (পত্র দর্শনান্তর) এ যে কুমারের তার আর সন্দেহ নাই।

ইন্দোর। জাল্ ত নয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা বোধ হয় না, এ প্রকার তেজস্বিনী রচনা অপর কাহারও সম্ভবে না।

ইন্দোর। আচ্ছা! আর এক বার পড়ুন দেখি!

শর্ম্মা। (পত্রপাঠ)

"যদি আপনার সাবিত্রীসমা কুমারী মুরলার উদ্ধারসাধন করিতে চান, যদি আমাদিগের দুর্দ্দশা দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া থাকেন, এবং আপনার চিরমিত্র আমার পূজনীয় পিতার সাহায্য করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তবে আর বিলম্ব করিবেন না; সপ্তাহ মধ্যে আসিয়া উজ্জয়িনী দুর্গ আক্রমণ করুন। এখানকার সেনাপতি পীড়িত, সহকারী সেনাপতি বীরবল্লভ, আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। বিনাযুদ্ধে দুর্গাধিকার করিতে পারিবেন, তথাপি যথোচিত সতর্ক হইয়া আসিবেন"—

ইন্দোর। থাক্, আর পড়্তে হবে না, বীরেন্দ্র?

বীর। আজ্ঞা।

ইন্দোর। সেনাপতিকে ডাক।

বীর। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

ইন্দোর। এখন কি বলেন, এ লিপি অনুসারে কার্য্য করা কি কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ যে কুমারের নিজ হস্তের লিখন তাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ পত্র যদি আপনারা অগ্রাহ্য করেন তথাপি যুদ্ধযাত্রা করা আমাদের আবশ্যক হয়েছে।

সেনাপতির প্রবেশ।

ইন্দোর। এইযে সেনাপতি কি বল, আগে এই পত্র পড়।

সেনা। (পত্র-পাঠান্তে) আজ্ঞা, আমার মত (পত্র প্রদান) যদি এ পত্র আপনারা বিশ্বাস না করেন তবু যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়েছে।

ইন্দোর। হাঁ! যুদ্ধত কর্‌তেই হবে; তবে বল্‌ছিলাম একবারে উজ্জয়িনী দুর্গ আক্রমণ করা কি যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা না হয় প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করা যাক্‌!

ইন্দোর। মহাশয়! যদি সন্ধি করাই আপনাদের মত হয়, তবে যুবরাজ রঞ্জন ও মুরলার মুক্তি সাধন যেন সেই সন্ধির প্রধান আদেশ হয়। এ প্রস্তাবে উজ্জয়িনীরাজ যদি সম্মত না হন তা হলে কাজেই যুদ্ধ কর্‌তে হবে।

সেনা। উজ্জয়িনীরাজ যে প্রকার দাম্ভিক তিনি যে এ প্রস্তাবে সম্মত হন, এমন ত বোধ হয় না। তিনি হয়ত রাজকুমারের পরিবর্ত্তে সমস্ত কর্ণাটরাজ্যই চেয়ে বোস্‌বেন।

মন্ত্রী। তবু তাঁর অভিপ্রায়টাত একবার জানা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মা। আজ্ঞা, উত্তম কথা বলেছেন্‌ অগ্রে তাঁহাদের অভিপ্রায়টা জানা আবশ্যক হয়েছে তার আর সন্দেহ নাই।

সেনা। হাঁ তা জানুন তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার মতে এখনই যুদ্ধের আয়োজন করা আবশ্যক। আমাদের মিলিত সেনার সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ হাজার তন্মধ্যে ১০,০০০ হাজার রাজ্য রক্ষার্থে থাকা কর্ত্তব্য। আপনি ৩০,০০০ হাজার লয়ে কর্ণাট ও উজ্জয়িনীর সন্ধি স্থলে অবস্থান করুন এবং আমি ১০,০০০ হাজার অশ্বারোহী

লয়ে উজ্জয়িনী দুর্গ আক্রমণ করিগে। আপনি মধ্য স্থলে রহিলেন আবশ্যক মতে সাহায্য কর্‌তে পার্‌বেন।

ইন্দোর। ভাল, এই পরামর্শই স্থির, এখন আমি ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করিগে। (মন্ত্রীর প্রতি) তবে যেন কল্য প্রত্যুষে এক জন সুচতুর দূতকে উজ্জয়িনীতে পাঠান হয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, অবশ্যই কাল দূত পাঠান যাইবে, দেখা যাক্‌ উজ্জয়িনীরাজ সন্ধি কর্‌তে চান্‌ কি না।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উজ্জয়িনীরাজোদ্যান।

প্রমদা ও রঞ্জনের প্রবেশ।

প্রমদা। কুমার! আপনি কি আমায় যথার্থই ভাল বাসেন? (সহাস্য বদনে) আপনি যে প্রকার বিনয়ী ও মধুরভাষী, আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

রঞ্জন। রাজনন্দিনি! আমি যার পর নাই দুঃখিত হলেম, তুমি আমায় প্রতারক মনে কর?

প্রমদা। না, না, আপনি রাগ করবেন না, আমি স্ত্রীলোক—কি বল্‌তে কি বলে ফেলিছি। আমি নাকি আপনার প্রণয়ের নিতান্ত অযোগ্য আর আপনি নাকি এ অধী-

নীর পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ, তাই আমার হৃদয় সহজে আপনার কথা প্রত্যয় করতে চায় না।

রঞ্জন। কি বল্‌লে প্রিয়ে! তুমি আমার প্রণয়ের অযোগ্য! (সাদরে হস্ত ধারণ)

প্রমদা। নাথ! কি করেন, ঐ দেখুন মূরলা এই দিকে আস্‌ছে।

রঞ্জন। আরওকে বীরবল্লভ না?

প্রমদা। বোধ হয় আমাদের অন্বেষণে এসেছে।

রঞ্জন। তবে এই সময় একটু সরে দাঁড়াই, সহজে দেখা দেওয়া হবে না।

উভয়ের প্রস্থান।

মূরলা ও বীরবল্লভের প্রবেশ।

মূরলা। দেখ নাথ! কি চমৎকার রাত্রি, পৃথিবী যেন হাঁসছে।

বীর। ঐ দেখ চাঁদও হাসছে!

মূরলা। ঐ এক চাঁদের হাসি দেখে তোমার এত হাসি, আমি না জানি তবে কত হাস্‌ব? (হাস্য)

বীর। প্রিয়ে! তুমি কর কি, পাগল হলে নাকি?

মূরলা। চাঁদইত মানুষকে পাগল করে তুলে, নাথ! তুমি ঐ এক চাঁদ দেখে এত হাস্‌তে পার, আর আমি এ চাঁদ ও চাঁদ দুচাঁদ দেখে হাস্‌ব না, শতবার হাস্‌ব। (হাস্য)।

বীর। মূরলে! কাছে যেতে পার্‌লে আমি ঐ সুধাকরকে জিজ্ঞাসা করে আস্‌তেম, সে ও চকোরকে চাঁদ বলে কি না?

মূরল। তুমি নাথ পূর্ণচাঁদ আমি চকোরিণী।

বীর। আমি লো মধুপ প্রিয়ে, তুমি সরোজিনী।।"

মূরলা। নাথ! আমার মনে যে আজ কি পর্য্যন্ত আনন্দ হচ্ছে তা বলে জানাতে পারি না, এস, এই মালতীকুঞ্জে বসে উভয়ে মিলে বসন্ত রাগের একটি গান করি।

বীর। না প্রিয়ে! আগে এস প্রমদা রঞ্জনের অনুসন্ধান করি, পরে চারি জনে মিলে একত্রে গান কর্‌ব—

মূরলা। হাঁ সেই কথাই ভাল, তবে চল, এরা গেল কোথায়?

উভয়ের প্রস্থান।

প্রমদা ও রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ।

রঞ্জন। কেন প্রমদে! তুমি আজ এমন কথা বল্‌ছ?

প্রমদা। না যুবরাজ! আমার মন বল্‌ছে আমি অত্যন্ত অন্যায় কায করিছি।

রঞ্জন। কেন প্রিয়ে?

প্রমদা। সেকি নাথ! পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করে একজন অপরিচিতের করে আত্ম সমর্পণ করা অন্যায় কায হয়নি?

রঞ্জন। তবে এখনও তোমার আমার প্রতি বিশ্বাস জন্মেনি, তুমি আমায় পর জ্ঞান কর?

প্রমদা। নাথ! আপনাকে আমি ভিন্ন জ্ঞান কর্‌ব? আপনাকে যদি আপনার বিবেচনা না করতেম তা হলে এ নিশীথ সময়ে এই নিভৃত স্থানে একাকিনী আপনার সহিত কখনই সাক্ষাৎ করতেম না। নাথ! আমি ত বলি আপনি আমারই, আপনাকে চিরদিন আমার

বলে ডাকতে পারি—এইটা ত দাসীর একান্ত বাসনা।

রঞ্জন। প্রমদে! আমি সরলহৃদয়ে ঐ চন্দ্রমাকে সাক্ষ্য করে বলছি, অদ্যাবধি তোমা ভিন্ন অন্য কোন রমণীকে স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। জীবনে, মরণে, তুমি আমার একমাত্র চিন্তা।

প্রমদা। নাথ! আপনি যদি এ অধীনীকে যথার্থই অনুগ্রহ করেন তবে—

রঞ্জন। প্রিয়ে! বল, বল, কি বলছিলে বলনা।

প্রমদা। নাথ! আমার মৃত্যুই ভাল, রাজকুলে এ পাপিয়সীর জন্ম কেন হয়েছিল? (রোদন)

রঞ্জন। সে কি প্রিয়ে! ছি ছি কি কর কাঁদ কেন?

প্রমদা। (সরোদনে) নাথ! আমি স্বেচ্ছাচারিণী হব বলে কি পিতা মাতা আমায় এত স্নেহে এত যত্নে লালন পালন করেছিলেন? উঃ আমি কি কলঙ্কিনী, কি বিশ্বাসঘাতিনী, কি মহাপাতকিনী, আমি তাঁদের অজ্ঞাতসারে কুল মান, লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় সকল বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁদের শত্রু-চরণে জীবন যৌবন সমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়েছি? (রোদন)

রঞ্জন। প্রিয়ে! তবে আমার এখানে আসা ভাল হয় নাই—প্রমদে! প্রাণপ্রিয়ে!—না, রাজনন্দিনি! আমি আর, তোমার অসুখের কারণ হতে চাই না, অনুমতি হয় ত এক্ষণে বিদায় হই।

প্রমদা। কেন নাথ! আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমি

কেবল আপনার অদৃষ্টের তিরস্কার কচ্ছিলেম বৈত নয়; নাথ! আমি যে প্রাণ থাকতে আপনাকে বিদায় দিতে পারব না! (রোদন)।

রঞ্জন। (স্বগত) একি! প্রেয়সীর একি ভাব, অথবা সরল সাধু হৃদয়ের প্রকৃতিই এইরূপ (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! শুন শুন কি চমৎকার স্বরলহরী! (উভয়ের শ্রবণাভিনয়)।

গীত।

পবিত্র প্রণয়সুখ, সখা কি পামর জানে।
অমর অমরে শুধু, করে বিধি সুধাদানে॥
কীটে হৃদি কুরে খায়
কমল সুখায় তায়
কিন্তু কি মলিন হয়, মধুকর মধুপানে?

আহা! কি চমৎকার গীত, কে এ গান গাচ্ছে?

প্রমদা। এ যে মূরলার গলা।

রঞ্জন। অঁ্যা মূরলা এমন সুন্দর গাইতে পারে?

প্রমদা। হাঁ ঐ যে সে এই দিকেই আসছে।

বীরবল্লভ ও মূরলার পুনঃ প্রবেশ।

বীর। মূরলে! ঐ দেখ তোমার প্রিয়সখী অশোক তরুতলে যুবরাজের সঙ্গে কথোপকথন কচ্চেন, আহা! উভয়েরই কি মনোহর রূপ!

মূরলা। যথার্থ কথা, আমার প্রিয়সখী যেন সাক্ষাৎ রতিদেবী অনঙ্গ দেবের সহিত বনবিহার কচ্ছেন।

বীর। কি রাজকুমার, আর এ দাসের মুখ দর্শন. করবেন না নাকি ?

মুরলা। রাজনন্দিনি! তোমার নিমিত্তে এই মালা এনেছি এস পরিয়ে দি। প্রদানোদ্যত।

প্রমদা। না, না আমার হাতে দাও আমি পর্‌ব এখন—

মুরলা। (প্রদান করিয়া) (করতালি দিয়া)

বুঝেছি বুঝেছি রাজবালা।

যুবরাজগণে আজ পরাবে কুসুমমালা॥

প্রমদা। এই নাও তোমার মালা, তুমি আর আমার লজ্জা দিওনা (প্রত্যার্পণ করিতে উদ্যত)

মুরলা। তাকি হয় সখি? এই নাও এখন কুমারের গলায় দিবে দাও (প্রমদার হস্ত ধরিয়া রঞ্জনের গলদেশে মাল্য প্রদান) নাও রাজকুমার তুমি এই ছড়াটি সখীর গলায় দিয়ে দাও (রঞ্জনের হস্তে মাল্য প্রদান)

রঞ্জন। সখীর কথা অবশ্য মান্য কর্‌তে হবে, দাও

(প্রমদার গলে মাল্য প্রদান)।

বীর। মুরলে? তবে কেবল আমি কি শুধু গলায় থাকব ?

মুরলা। কেন এই এসনা (বীরবল্লভের গলে মাল্য দান)

বীর। না না এ ছড়াটি তুমি পর (মুরলার গলদেশে প্রদান)

মুরলা। তবে তুমিও পর (বীরবল্লভের গলে পুনঃ প্রদান)

বীর। মুরলে! আজ কি শুভদিন। তুমি আমায় বিবাহ করলে ?

মুরলা। নাথ! যথার্থই আজ আমাদের শুভদিন, আজ আমাদের রাজনন্দিনীরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

রঞ্জন। সখি! তুমি যে গীতটি গাইতে গাইতে আস্‌ছিলে আর একবার সেই গানটি গাওনা।

মুরলা। আজ্ঞা, আপনার অনুমতি আমি কখনই লঙ্ঘন করতে পারবনা; তবে কিনা অন্তঃপুর নিকটে, পাছে কেউ শুন্‌তে পায় তাই ভয় হয়।

বীর। প্রিয়ে! মালতীকুঞ্জ অতি রমণীয় স্থান, সেই খানে কেন চলনা?

প্রমদা। হ্যাঁ সখি, বেস কথা, সেই খানেই চল।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উজ্জয়িনীরাজের শয়নমন্দির।

উজ্জয়িনীরাজ ও মহিষী আসীনা।

রাজা। প্রিয়ে! একি? আজ একাকিনী এমন বিরষ বদনে বসে রয়েছ যে? এমন সুখের সময় তোমার এরূপ মৌনভাব দেখে আমার মনে অত্যন্ত ক্লেশ হচ্ছে (স্বগত) একি! কথা কন্ না যে, ব্যাপার কি? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! আমার কথার উত্তর দিচ্ছনা যে?

রাণী। (সাভিমানে) আপনি যেমন যুদ্ধ নিয়েই বিব্রত, জয়ের আমোদেই মত্ত হয়ে রয়েছেন, এদিকে অন্তঃপুরে যে কি হচ্ছে তারত একবার সংবাদ নেন্‌না।

রাজা। কেন প্রিয়ে! আজ অমন কথা বল্লে যে? আমি কি তোমার তত্ত্বাবধারণ করিনা?

রাণী। আমার কথা কি বল্‌ছি? প্রমদা কি করেছে তা শুনেছেন?

রাজা। কৈ না, (সবিস্ময়ে) করেছে কি?

রাণী। আর কি করেছে! এত বড় মেয়ে হল, আপনিত তার বিবাহের নামটি মুখে আন্‌তে চান না।

রাজা। কেন? তার হয়েছে কি? আমি কি আর নিশ্চিন্ত আছি? উপযুক্ত পাত্র না পেলে কি অমনি যার তার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিব?

রাণী। তা তেমনি উপযুক্ত পাত্রই হয়েছে।

রাজা। কি ব্যাপার কি?

রাণী। ব্যাপার! প্রমদা সেই বন্দী রাজকুমারের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছে।

রাজা। অ্যাঁ বল কি? বন্দীর সহিত গুপ্ত প্রণয়! হা আমায় ধিক্! এ কথা আমায় শুন্‌তে হল? আমার ঔরসে এমন ব্যভিচারিণীর জন্ম হয়েছিল? মহিষি! এমন কুলটাকে তুমি গর্ভে ধারণ করেছিলে? কোথায় সে পাপীয়সী? তাকে শীঘ্র ডাক, সেই চণ্ডালিনীকে আজ আমি স্বহস্তে বিনাশ কর্‌ব।

রাণী। মহারাজ; বলেন কি? আপনি যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

রাজা। কি? তুমি বল কি? আমার বংশে কুলটার জন্ম? উজ্জয়িনীরাজবংশে কলঙ্কিনী! হায়! হায়! এ দুঃখ,

কিসে নিবারণ কর। হায়! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! দেবতাকুলবাঞ্ছিত সিন্ধুসম্ভূত সুধারস অমরগণেরই উপভোগ্য হয়, তা না হয়ে অসুরের ভাগ্যে হল।

(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

রাণী। মহারাজ! স্থির হন্, এখন কি কর্‌বেন বলুন!

রাজা। মহিষি! আর বিলম্ব কোর না শীঘ্র ডাক, আমি এখনি এই রাজকুলকে কলঙ্ক হতে মুক্ত করি। যাও, শীঘ্র যাও—যাবেনা? আমি আপনিই চললেম (গমনোদ্যত)

রাণী। (রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ শান্ত হন, করেন কি?

রাজা। মহিষি! তুমি ছাড়, নচেৎ আমি এখনই আত্মহত্যা কর্‌ব।

বেগে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। একি? ব্যাপার কি? মা, মহারাজ এত রুষ্ট হয়েছেন কেন?

রাণী। মন্ত্রী মহাশয়! সে কথা পরে বল্‌ব, আগে মহারাজকে আপনি শান্ত করুন।

রাজা। মন্ত্রিন্! এই জন্যই কি আপনি রঞ্জনের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন? এই জন্যই কি তার শৃঙ্খল মোচন করতে সম্মতি দিয়েছিলেন? এই জন্যই কি কারাবাসের আজ্ঞা দিতে বলেছিলেন? এ পবিত্র রাজকুল কলঙ্কিত করাই কি আপনার অভিপ্রেত ছিল? হোঃ ধিক্ আমায়!

মন্ত্রী। মহারাজ! শান্ত হন। আপনার এ ক্রোধের কারণ আমি কিছুই অবগত নই। রঞ্জন কি মহারাজের কোন অপরাধ করেছেন?

রাজা। কি? অপরাধ, যারপর ... । বন্দী হয়ে আমার কন্যার সহিত গুপ্ত প্রেম? শৃগাল হয়ে মৃগরাজ-কন্যার সহবাস ইচ্ছা? আপনি যান্, শীঘ্র যান্, এখনই এই দণ্ডেই সেই হতভাগ্য পামরকে অন্ধকূপে অবরুদ্ধ করুন্‌গে।

রাণী। মহারাজ! আমায় ক্ষমা করুন—আপনি একটু স্থির হন্।

রাজা। তুমি কি এখন সেই পাপীয়সীর জীবন প্রতীক্ষা করছ? এখনও কি সেই কুল-কলঙ্কিনীকে কন্যা বলে সম্বোধন করবার তোমার ইচ্ছা আছে?

রাণী। (সরোদনে) মহারাজ! আপনার হাতে ধরে বলছি আমার প্রমদাকে প্রাণে মারবেন না।

রাজা। (কিয়ৎকাল বিবেচনা করিয়া) দেখ, তোমার অনুরোধে সেই পাপীয়সীর জীবন আমি রক্ষা করলেম, কিন্তু সেই দুরাত্মা রঞ্জনের জীবন কেহই রক্ষা করতে পারবে না।

রাণী। (নীরবে রোদন)

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি এখনও গেলেন না, এখনও সেই পামরকে অন্ধকূপে অবরুদ্ধ করলেন না? (সত্বর দণ্ডায়মান হইয়া) আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।

বেগে প্রস্থান।

রাণী। আর এখানে একলা বসে কি করি, দেখিগে এখন কালামুখী গেল কোথায়।

রাজ্ঞীর প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য।

উজ্জয়িনী-রাজসভা।

রাজা বিক্রম কেশরী, মন্ত্রী, বীর বল্লভ
ও কতিপয় সভাসদ্‌গণ আসীন।

রাজা। কি! কর্ণাটীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন। তা কখনই হবেনা।

বীর। মহারাজ! সন্ধি কখনই করবেন না। সে বর্ব্বরদিগের কথায় বিশ্বাস কি! কতবার সন্ধি হয়েছে কতবার সেই সন্ধি বিচ্ছেদ হয়েছে, এখন আপনি যুদ্ধ যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়েছেন যুদ্ধ যাত্রা করুন।

মন্ত্রী। বীরবল্লভ! স্থির হও! দূত কি জন্য এসেছে অগ্রে জানা যাক্, তার পর বিবেচনা করে যাহয় করা যাবে।

দৌবারিক সহ দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! প্রণাম হই।

রাজা। বসুন!

দূত! (উপবেশনান্তর) মহারাজ! কর্ণাটের প্রধান মন্ত্রী শ্রীসেন আপনকার রাজশ্রীর সহিত সন্ধি প্রার্থনা করেন।

রাজা। কি সন্ধি! কর্ণাটের সহিত সন্ধি! অসভ্য পার্ব্বতীয়-দিগের সহিত সন্ধি! প্রাণ্ থাক্তে নয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! যখন কর্ণাট . , ' ' " বিগ্রহ শান্তির জন্য সন্ধি প্রার্থনা করে' , ' । আপনি কেন সেই সমরানল প্রজ্জ্বলিত রাখ্‌তে ইচ্ছা করেন। ভবিষ্যদ্‌গর্ভে কি ভাবি ফল সমুদ্ভূত হবে তার স্থিরতা নাই। অতএব স্থির চিত্তে বিবেচনা করুন, যদি সন্ধি হয় তবে তার অপেক্ষা আর কিছুই মঙ্গলকর নাই।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি সেই কর্ণাটীরদিগের চাতুরী কি সকলই বিস্মৃত হলেন? তাদের কথায় বিশ্বাস কি? যারা এপর্য্যন্ত কতবার সন্ধি করেছে, কতবার আবার সন্ধির বিপরীত কার্য্য সকল করেছে, তাদের সহিত বার বার সন্ধি করায় ফল' কি?

বীর! মহারাজ। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করে দেখুন, কর্ণাটীয়েরা কেন সন্ধি প্রার্থনা কর্‌ছে, তাদের গূঢ়াভিপ্রায় কি আপনি সহজে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। দুষ্টের কৌশল ও সদাসদভিপ্রায়ের মর্ম্মোদ্ভেদ করা কি সহজ কথা। তাদের কথায় কদাচ আর বিশ্বাস করা যেতে পারেনা।

মন্ত্রী। (জনান্তিকে রাজার কর্ণে কি বলিল)।

রাজা। মন্ত্রিন্‌! সন্ধি করাত আমার একান্ত অমত, তবে যদি কর্‌তে হয়, আমি যে সকল অনুজ্ঞা কর্‌ব, তা যদি যথা-যথ কর্ণাটীয়েরা প্রতিপালন করে তবেই দূতের প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারি।

দূত। মহারাজ! আপনার অনুজ্ঞা গুলিন কি? আপনার যা বল্‌বার হয় বলুন আমি বার্ত্তাবহ মাত্র যা বল্‌বেন তাহাই কর্ণাট মন্ত্রির কর্ণগোচর কর্‌ব।

মন্ত্রী। মহারাজ! সন্ধি করা যদি আপনকার রাজশ্রীর অভিপ্রায় হয়, তবে আমার এই মাত্র বক্তব্য, কোলাপুর, সাতরা, বিজাপুর, পুনা প্রভৃতি, সপ্ত খানি গ্রাম উজ্জয়িনী রাজশ্রীচরণে সর্ব্বাগ্রে উৎসর্গ করতে হবে; এযেন সন্ধিপত্রের একটী প্রধান আদেশ হয়।

রাজা। আপনি যা বল্লেন আমিও তা স্থির করে রেখেছি, এখন আপনার আর যদি কিছু বক্তব্য থাকে বলুন?

মন্ত্রী। মহারাজ! কর্ণাটীয়েরা সর্ব্বাগ্রে সপ্তখানি গ্রাম নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করুক, যুবরাজের উদ্ধার জন্য তিনলক্ষ মুদ্রা দিক এবং ভবিষ্যতে এই পবিত্র সন্ধি রক্ষার জন্য কর্ণাটীয় চারিজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আমাদিগের নিকট প্রেরণ করুক। তাঁরা স্বেচ্ছামত অন্ততঃ চারি বৎসর কাল উজ্জয়িনীতে থাকবেন, তাঁদের প্রতি অন্যায়াচরণ কিছু মাত্র হবেনা—তাহাদিগকে উজ্জয়িনীতে রাখা, কেবল ভবিষ্যতে এ সন্ধি বিচ্ছেদ হবেনা এই অভিপ্রায়ে মাত্র, অন্যথা আর কিছুই নহে, এখন মহারাজের যাহা অভিরুচি।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! সন্ধি সংস্থাপনের যে সকল আদেশ গুলিন আপনি বল্লেন এ আমাদিগের বোধ করি সর্ব্ববাদীসম্মত, এখন কর্ণাট দূত কি বলেন শোনা যাক্।

দূত। মহারাজ! যুবরাজ রঞ্জনের মুক্তির জন্য তিনলক্ষ টাকা দিতে কর্ণাট মন্ত্রী স্বীকৃত হবেন, আর যে সপ্ত খানি

গ্রামের কথা বল্‌ছেন তাও দিতে পারেন, কিন্তু, সে সপ্তগ্রাম পরিবর্ত্তে আপনার ইন্দোররাজদুহিতা মূরলার মুক্তি দান করতে হবে?

রাজা। (সক্রোধে) কি! মূরলার মুক্তিদান! মূরলার সহিত এসমরের কি সংশ্রব আছে! মূরলার সহিত কর্ণাটে-শ্বরের সম্পর্ক কি?

দূত। মহারাজ! ইন্দোররাজ ও কর্ণাটেশ্বরের অভিপ্রায় যুবরাজ রঞ্জন ও রাজদুহিতা মূরলার যুগপৎ মুক্তিসাধন না হইলে কোনক্রমেই সন্ধি সংস্থাপন হইতে পারিবে না; এখন মহারাজের যাহা অনুমতি হয়।

রাজা। না দূত! মূরলার মুক্তিদান আমি কখনই করিব না, তুমি কর্ণাট মন্ত্রীকে রণসজ্জা করতে বলগে আমিও প্রস্তুত হইলাম।

বীর। তা বই কি! এ সন্ধিতে কি আপনার মুখোজ্জ্বল হবে?

দূত। মহারাজ! তবে আমি এখন বিদায় হই। (প্রণাম)

দূতের প্রণাম।

রাজা। সেনাপতিত পীড়িত—ক্ষতি নাই, আমি স্বহস্তেই ইন্দোরের সমুচিত শাস্তিবিধান করব। ইন্দোরের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হই এইটি আমার চিরবাসনা, তা বেস হল, এখন সেই নরাধম পামরকে সর্ব্বাগ্রে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়ে তবে আর কাজ।

বীর। মহারাজ! এ দাস উপস্থিত থাকতে আপনি কি জন্য যুদ্ধে যাইবেন। ইন্দোররাজের দেখ্‌ছি পিপীলিকার ন্যায় মৃত্যুপাখা হয়েছে, তাঁকে সহজে পরাস্ত করে

উজ্জয়িনীর চিরশান্তিবিধান কর্‌ব অতএব আমার হস্তে যুদ্ধের ভারার্পণ করুন!

রাজা। না বীরবল্লভ, তুমি বরং নগরে থেকে রাজ্য রক্ষা কর, আমি স্বয়ংই যুদ্ধযাত্রা কর্‌ব। ইন্দোররাজকে সমুচিত প্রতিফল না দিযে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করছি না, অতএব এ বিষয়ে তোমার কোন কথা আমি শুনিব না। তুমি রাজধানীতে আমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ রহিলে তাহাতে আর ক্ষতি কি?

বীর। মহারাজ! আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

রাজা। মন্ত্রী মহাশয়! তবে এই স্থির রহিল আমি এখন অন্তঃপুরে চলিলাম।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শৈলেশ্বর দুর্গ—অন্ধকূপ কারাগার।

রঞ্জন একাকী আসীন।

রঞ্জন। উঃ কি অন্ধকার! দিবা রজনী সমান অন্ধকার! আমি এ জীবনে সূর্য্যের আলোক আর দেখ্‌তে পাব না। এই অন্ধকূপেই আমার মৃত্যু হবে। অহোঃ! নয়ন থাকিতে আমি অন্ধ, সবল হস্ত পদ থাকিতে আমি পঙ্গু, শৃঙ্খল-ঘর্ণিত শৃঙ্খলবদ্ধ রাজপুত্র রঞ্জনাপেক্ষা রাজপথচারী খঞ্জ ভিক্ষারীও সহস্রগুণে সুখী! তার স্বাধীনতা

আছে ! আমি পরাধীন, আমি বন্দী, আমি কারাবদ্ধ ! মৃত্তিকা আমার শয্যা, ভেক, মূষিক, কীট পতঙ্গ আমার সহচর ! আঃ জগদীশ ! উঃ (নেপথ্যে গম্ভীর শব্দ) কি এ ! কে এ ! একি দেখিলাম ! যিনিই হউন আমার ভয় কি ! যে মৃত্যুর আরাধনা করে তার আর ভয় কি ? কে তুমি ? উত্তর দাও, স্বয়ং যমরাজ হইলেও আমি তোমায় ভয় করিব না। যদি আমায় হত্যা করতে এসে থাক তুমি আমার পরম বন্ধু, এস, নিকটে এস, তোমায় আলিঙ্গন করি। (নেপথ্যে) কেরে চলে আয় না।

বীরবল্লভ এবং আলোক হস্তে এক জন
অনুচরের প্রবেশ।

বীরবল্লভ !

বীর। উঠুন রাজকুমার ! আপনার শৃঙ্খলোন্মোচন করেদিই।

রঞ্জন। সখা, তুমি আমায় মুক্ত করতে পারবে ?

বীর। আজ সেই জন্যই এ দাসের আগমন।

রঞ্জন। তবে সখা তোমার ঐ পার্শ্ব বিলম্বিত উলঙ্গ তরবারি গ্রহণ কর।

বীর। রাজকুমার ! আপনি পাগল হলেন নাকি ?

রঞ্জন। আমার আর বাকি কি ভাই !

বীর। যুবরাজ ! স্থির হোন্, বোধ হয় এতদিনে আপনার দুঃখের অবসান হল। মহারাজ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, রাজ্য রক্ষার্থে আমায় প্রতিনিধি রেখে গেছেন, এখন সমস্ত উজ্জয়িনী আমার হস্তে বলিলেও হয় ! এবং

আমাদের কৌশল সফল হইবারও আর বড় বিলম্ব নাই।

রঞ্জন। আমার স্বাক্ষরিত পত্র কি ইন্দোররাজ পেয়েছিলে ?

বীর। আজ্ঞা হাঁ, সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁরা কার্য্য কচ্চেন অবিলম্বেই কর্ণাটীয় সেনা দুর্গ আক্রমণ করবে।

রঞ্জন। সখা, রাজকুমারী এখন কেমন আছেন? তাঁর কি কোন সম্বাদ পেয়েছেন?

বীর। তিনি এবং মুরলা এখন কারাগারে বাস করছেন।

রঞ্জন। অহো! আমিই তাঁর যন্ত্রণার মূল।

বিষণ্ণভাবে অবস্থান।

বীর। কুমার! এখন আসুন, এস্থানে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। আপনি এখন স্বাধীন, আর এ অধীন আপনার অনুমতির দাস, গা তুলে আসুন।

রাজকুমারের হস্তধারণপূর্ব্বক সানুচর বীরবল্লভের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শৈলেশ্বরের দুর্গস্থ প্রাঙ্গন।

গাঢ় অন্ধকার, মেঘ গর্জ্জন ও অশনি প্রভা।

একজন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। কৈ! দুর্গরক্ষক কোথায়? আমি এখন করি কি? দেখ্তে পাচ্ছি সর্ব্বনাশ হোল।

দ্রুতপদে বীরুপাক্ষের প্রবেশ।

বীরু। কেও উগ্রসেন! কি জন্য তুমি এখানে উপস্থিত হলে? এই ঘোর অন্ধকার বৃষ্টি, মুষলধারে বৃষ্টি, ভয়ঙ্কর মেঘের ডাক, এমন সময় তোমায় এখানে কে আস্‌তে বল্‌লে? রাজ্যে কোন অমঙ্গল ঘটেছে নাকি? শীঘ্র বল?

সৈনিক। ম'শায়! বল্‌ব কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সর্ব্বনাশ!! কর্ণাটীয় সেনা রাজপুরী আক্রমণ করেছে, মহারাজ যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সসৈন্যে কর্ণাটের বন্দী হয়েছেন? রাজ্যে মহা হুলস্থুল পড়েছে এখন শীঘ্র এসে যা কর্ত্তব্য হয় করুন।

বীরু। অ্যাঁ কি বল্‌লে উজ্জয়িনীরাজ কর্ণাটসেনা কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়েছেন? হায় হায় কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!! (সৈনিকের প্রতি) তুমি শীঘ্র যাও, দুর্গস্থ যে সমুদয় সৈনিক আছে তাহাদিগকে লয়ে আমি শীঘ্রই যাচ্ছি, তুমি আর বিলম্ব করোনা, যাও শীঘ্র যাও।

সৈনিক। হাঁ আমি এখনি চল্‌লেম।

সৈনিকের প্রস্থান।

নেপথ্যে। পদশব্দ।

বীরু। কে ওখানে?

নেপথ্যে। (ভেরীধ্বনি সহ) জয় ভবানী, জয় মা ভবানীর জয়, কর্ণাটরাজের জয়।

রণোন্মত্ত বেশে কর্ণাটসেনার প্রবেশ।

১ম সৈনিক। ধর বেটাকে।

২য় সৈনিক। বাঁধ বেটাকে।

৩য় সৈনিক। ধর, ধর, ঐ যায, ঐ পালায়।

সৈনিকগণের প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া রঞ্জন ও বীরবল্লভের
প্রবেশ।

রঞ্জন। সখা। কি এ? ব্যাপার কি?

বীর। যুবরাজ! আর দেখেন কি? আপনার সৌভাগ্য সূর্য্যের অভ্যুদয় হয়েছে। এতদিনে ঈশ্বর আপনার প্রতি সানুকূল হলেন।

নেপথ্যে। ধর্ ধর্ বাঁধ বেটাদের বাঁধ।

রঞ্জন। (অগ্রসর হইয়া) জীবিত রঞ্জনের গাত্রস্পর্শ করে। কার সাধ্য।

দুইজন সেনানী ভূমিষ্ঠ হইয়া কুমারকে অভিবাদন,
অপর দিক দিয়া বদ্ধহস্ত দুর্গরক্ষকের সহিত অন্য
একজন সৈনিকের প্রবেশ।

(সবিস্ময়ে) কে ও? বলেন্দ্র সিংহ? কে ও চিত্ররথ? এস, এস, বহু দিবস পরে তোমাদের সাক্ষ্যাৎ পেয়ে যে কিপর্য্যন্ত সুখী হলাম বল্‌তে পারি না?

বলেন্দ্র। আসুন কুমার, অশ্ব প্রস্তুত, এখন স্বরাজ্যে চলুন। আপনার সর্ব্বতোভাবে জয় লাভ হয়েছে, উজ্জয়িনী সেনা পরাস্ত হয়েছে, উজ্জয়িনীরাজ বন্দী হয়েছেন।

রঞ্জন। অ্যাঁ কি বল্‌লে উজ্জয়িনীকেশরী বন্দী হয়েছেন! কেমন, তার প্রতি ত কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করে নাই?

বলেন্দ্র। আজ্ঞা না কুমার, যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁকে কর্ণাটে পাঠান হয়েছে।

রঞ্জন। আমার পূজনীয় জনক, আমার স্নেহময়ী জননী কোথায়? তাঁর'ত ভাল আছেন? তাঁরা নাকি তপোবন আশ্রয় করেছেন?

বলেন্দ্র। আজ্ঞা- তাঁদের জন্য আপনি ব্যাকুল হবেন না, তাঁদের সমস্ত কুশল। মন্ত্রীমশায় স্বয়ং তাঁদের রাজ্যে প্রত্যানয়ন জন্য গমন করেছেন। এখন আপনার এখানে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই—(দুর্গ রক্ষকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) অনুমতি হলে এই বদ্ধ শত্রুকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া আমরা কর্ণাট যাত্রা করি।

বীরু। কুমার! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।

রঞ্জন। না, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি যথেচ্ছা গমন কর (বলেন্দ্র সিংহের প্রতি) তুমি ওর বন্ধন খুলে দাও, ওর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করলে কি হবে?

বলেন্দ্র। যে আজ্ঞা যুবরাজ!

দুর্গ রক্ষকের বন্ধন মোচন ও তাহার প্রস্থান।

চিত্র। কুমার! দুর্গের বহির্ভাগে সুসজ্জিত আপনার অশ্ব প্রস্তুত, চলুন।

রঞ্জন। চল তবে যাওয়া যাক্ এস ভাই বীরবল্লভ।

বীর। চলুন, আগে রাজকুমারী ও তাঁর সহচরীর উদ্ধার সাধন করা যাক্।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কর্ণাটরাজপথ।

দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।

১ম। আরে ও মামা চলে এস না।

২য়। কেন হে বাপু! দাঁড়াওনা একটু, ঐ যে এক জন কে আস্‌ছে ওকে নয় জিজ্ঞাসা করা যাক্, আজ কর্ণাটে এ মহোৎসব কিসের?

১ম। ও মামা! ও আবার যে একটা কি বাজাতে বাজাতে এ দিকে আস্‌ছে আর কি বলছে তা বুঝতে পারছ?

২য়। দাঁড়া বাপু কি বলছে শোনা যাক (উভয়ে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

দামামা বাদ্য করিতে করিতে দুই জন কর্ম্মচারীর প্রবেশ ও ঘোষণা।

আজ যুবরাজ রঞ্জন স্বরাজ্যে উপস্থিত হবেন, দীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ যে কেহ থাক রাজবাড়ীতে উপ-

স্থিত হবে, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, প্রার্থনার অধিক প্রচুর অর্থ পাবে।

বলিতে বলিতে বাদ্যসহকারে প্রস্থান।

শুনলে বাপু, তা না হলে আজ এত ধুমধাম হবে কেন, দেখতে পাচ্ছ সকল বাড়ীতে নৃত্য গীত বাদ্য আমোদে পরিপূর্ণ, দ্বারে দ্বারে পূর্ণ কলস ও কদলীবৃক্ষ, এসব মঙ্গলসূচক চিহ্ন, তাও বেস জান্‌ছ, তবে চলনা কেন রাজবাড়ীর দিকেই একবার যাই, দেখিগে সেখানে কি হচ্ছে।

১ম। (ঈষদ্ধাস্যসহকারে) এঁ্যা আমাদের যুবরাজ আজ তবে স্বরাজ্যে পুনবাগমন করবেন, মামা আজ আমাদের কি শুভদিন?

২য়। বাপু! আমাদের যে এমন দিন উপস্থিত হবে, কার মনে ছিল? দেখ, যখন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয় তখন বিপদের উপর বিপদ—শোকের উপর শোক—অমঙ্গলের একশেষ হয়ে থাকে, আবার যখন ঈশ্বর সানুকূল হন, তখন সকল দিকেই সুখ—

১ম। তার আর কথা কি? চিরকালই এরূপ হয়ে আসছে। সুখের পর দুঃখ—দুঃখের পর সুখ, নশ্বর জগতের কার্য্যই এই। হ্যাঁ মামা, বৃদ্ধ কর্ণাটেশ্বর কি তপোবন হতে ফিরে এসেচেন?

২য়। তা কি শোননি বাপু, রাজমহিষীর সহিত মহারাজ কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

(নেপথ্যে বাদ্য।)

[illegible]। ও মামা! ঐযে বাজনা উঠেছে চল চল ঐদিকে যাই—

উভয়ের প্রস্থান।

নাকে তিলক, হাতে পুঁথি ও ছাতা, কোমরে বোচকা ও চটী জুতা পায়ে, জনেক বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। (স্বগত) রাম! রাম! রাম।—এই কাদায় চটী জুতো পায়ে রাস্তায় চলা কি ঝকুমারি? ছিটে উঠে উঠে তামাম কাচাটায় চিঁড়িয়াবুটী হয়ে গেছে, দূর হক্‌গে ছাই, একস্যুট খোপদস্ত কাপড়ই নষ্ট—তোর হিঁদুয়ানি মাথায় থাক—সম্প্রতি জুতো জোড়াটা ত হাতে করা যাক—পা ধুয়ে তখন পায়ে দেওয়া যাবে (আপনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) একি হল? কি লাঞ্ছনা, এক হাতে জুতো, এক হাতে ছাতা, বগলে পুঁথি, কোমরে বোচকা, পায়ে কাদা ভরপুর, যাওয়াইবা যায় কেমন করে? মরতে আজ বেরিয়েছিলাম এখন ত এইখানে খানিক বসা যাক্, তার পর আস্তে আস্তে যাওয়া যাবে এখন (উপবেশন) তোর বিদায় পাওয়ার কাঁথায় আগুণ, গিন্নি বলে বস্‌লেন কি না "হুঁ যাবেনা যেতে হয় বৈকি" আরে এদিকে চলে চলে যে আমার বত্রিশটা নাড়ি পাকিয়ে তাঁত হয়ে যায়, তার কি করলি বল্‌ দেখি? (আপনার পায়ের দিক্ দেখিয়া মুখ বিকৃতিপূর্ব্বক) নরক ভোগ আর কি! এই যে মোনটাক বরাবর কাদা পায়ে জমেচে, এর হেস্তনেস্ত করা কি সহজ কায, লাভ ত ভারি, লাভের গুড় পিঁপিড়ায় খেলে—'লাভঃপরমগোবধঃ' বারগণ্ডা

পয়সার এমন সুন্দর জুতো জোড়াই মাটী, 'আত্মানং রক্ষা কার্য্যং' আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

শুকপক্ষী হস্তে জনৈক শাক্তের প্রবেশ।

শাক্ত। (চুমকুড়ি দিয়া পাখীর প্রতি) কালী কল্প তরু, শিব জগত গুরু, কালি কল্প তরু—(চুমকুড়ি)

বৈষ্ণব। এই যে যাচ্ছে. কি দাদা মঙ্গল ত?

শাক্ত। আর দাদা! প্রাণে বেঁচে আছি সেই. ভাল।

বৈষ্ণব। কেন. কি হয়েছে?

শাক্ত। আর দাদা, সেই অবধি ত আর সেরে উঠতে পারলেম না, আজ জ্বর, কাল পেটের অসুখ, আর .প্লীহাটা ত আছেই।

বৈষ্ণব। তাই ত! দাদাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে, তা এর উপর দাদা, স্নান করলে কেন?

শাক্ত। আর দাদা! বিদায় আনতে যেতে হবে. স্নানটা না করে যাওয়া অবিধি হয়, কাজেই---

বৈষ্ণব। তাইত, তোমার পীড়িত শরীর, বিদায়ের লোভে মারা পড়বে নাকি? দাদা,তুমি কারণ পানটা পরিত্যাগ কর, কেন আর চণ্ডালিনীর পূজা করে মর। দাদা "সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ" তোমায় বোঝালেত বুঝবেনা।

শাক্ত। চোপ বেটা পাজি বেয়াদব শক্তি নিন্দা করিস।

বৈষ্ণব। আহা, দাদা রাগকর কেন? তুমি ও রাক্ষসীটাকে পরিত্যাগ কর, বিষ্ণু মন্ত্রের উপাসক হও, তোমার ইহকাল পরকাল ভাল হবে! ঐ রাক্ষসীর পূজা করেই শেষ দেখছি তোমায় উৎকট পীড়াতেই মরতে হবে।

শাক্ত। ফের বেটা অসভ্য অন্ত্যজ, এক চড়ে তোর দাঁত ভেঙ্গে দেব।

বৈষ্ণব। (সক্রোধে) কি, পাপিষ্ট চণ্ডাল নাবকী, প্রেত উপাসক, তুই আবার চোকরাঙ্গাস একটী নাতি এমনি তেগে মারব যে পেটের নাড়ী সমেত পিলে বেরিয়ে পড়বে।

শাক্ত। কি বলিস! যতদূর মুখ ততদূর কথা, শক্তি নিন্দা করিস্ পাজি নরাধম ভণ্ড পিশাচ, ইচ্ছাহয় সাঁড়াশী দিয়ে তোর জিবটা টেনে বের করি।

বৈষ্ণব। তবেরে অকাল কুষ্মণ্ড পাষণ্ড তুই আমায় ভণ্ড বলিস, ছোট মুখে বড় কথা, তোর নিতান্ত গ্রহ ঘুনিয়ে এসেছে দাঁড়া।

(দ্রুতপদে মস্তকে চপেটাঘাত)

শাক্ত। তবে রে বেটা অন্ত্যজ, তুই আমার গাত্র স্পর্শ করিস আয়ত দেখি! (সক্রোধে সম্মুখে অগ্রসর হওন)

বৈষ্ণব। আয়না, আয়না কে কাকে দেখে!

উভয়ে মল্লযুদ্ধ

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।

১। আরে ইসকশ্ কাকরতা হো।

২। হট্ যাও, হট্ যাও।

শাক্ত। তবে ছাড়, ছাড়, দুজনই মারা যাব। (সভয়ে উভয়ের প্রস্থান।

প্রহরীদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কর্ণাট রাজসভা।

তপস্বী বেশে কর্ণাটরাজ ও যোগিনী রাজমহিষী একাসনে উপবিষ্ট। উভয় পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ সিংহাসনে উজ্জয়িনী ও ইন্দোররাজ আসীন, নিম্নাসনে পাত্র মিত্র অমাত্য ও সম্ভ্রান্ত সভাসদ্‌গণ এবং যথাযথ স্থানে অপরাপর কর্ম্মচারী ও অনুচরগণ উপবিষ্ট।

নেপথ্যে। জয় কর্ণাট-রাজের জয়!

সভাস্থ সকলে। জয় কর্ণাটরাজের জয়, জয় কর্ণাটরাজের জয়।

রাজা। (সহাস্য বদনে) মহিষি! শুন্‌তে পাচ্ছ, ঐ তোমার রঞ্জন আস্‌ছে।

রাজ্ঞি। নাথ! আজ কি শুভদিন, কতদিন পরে বাছার চাঁদ মুখ দেখে আজ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হবে।

মন্ত্রী। দেবি! যথার্থই আজ আমাদের শুভদিন। কুমারকে আজ আমরা সস্ত্রীক সন্দর্শন কর্‌ব।

রাজা। হাঁ মহিষি! তোমায় বল্‌বার অবসর পাই নাই, মাননীয় এই উজ্জয়িনী কেশরীর সহিত আমাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয়েছে। রাজকুমারী গান্ধর্ব্ব

বিধাতা আমাদের প্রাণাধিক রঞ্জনকে পতিত্বে বরণ করেছেন।

নেপথ্যে। জয় কর্ণাটরাজের জয়।

সভাস্থ সকলে। জয় কর্ণাটরাজের জয়, জয় কর্ণাটরাজের জয়।

রঞ্জন দীনবল্লভ প্রমদা মদনা এবং অনুচরগণের প্রবেশ।

রাজা, মন্ত্রী, ইন্দোর ও উজ্জয়িনী ভিন্ন সভাস্থ সমস্ত লোকের সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান।

সানুচর কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তর দণ্ডায়মান।

রাজা। (স্বীয় আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক উজ্জয়িনীরাজের করদ্বয় ধারণ করিয়া) মহারাজ! আমার কৃতাপরাধ ক্ষমা করুন! প্রসন্ন চিত্তে সহস্তে আপনার জামাতা ও কন্যাকে কর্ণাট সিংহাসনে অভিষিক্ত করুন।

উঃ রাজা। সেকি মহারাজ! পুত্র ও পুত্রবধূ লয়ে আপনি সুখসচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করুন এমন আজ্ঞা করেন কেন?

রাজা। আজ্ঞা না, এ বৃদ্ধ বয়সে সংসার ব্যাপারে মনকে আর কলুষিত কর্‌তে চাই না, আপনি আমার রঞ্জনকে রাজা করুন, অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করুন।

রঞ্জন ও প্রমদা উজ্জয়িনীরাজের চরণবন্দন ও প্রমদার রোদন।

উঃ রাজা। আর কাঁদ কেন মা, তোমার মনোবাঞ্ছাত পূর্ণ

হইয়াছে, এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন বর কুল-কেশরী রঞ্জনের মনোরঞ্জন করে যাবজ্জীবন পরম সুখে কালযাপন করব।

রাজা। সম্ভ্রান্ত সভাসদগণ! অনুমোদন করুন, আজ এই শুভদিনে শুভক্ষণে আমার হৃদয়-রঞ্জন রঞ্জনকে এই পুরাতন কর্ণাটসিংহাসনে অভিষিক্ত করি।

সভাস্থ সকলে। এবিষয়ে আমাদিগের কাহার অমত নাই।

রাজা। (উজ্জয়িনারাজের প্রতি) মহারাজ! তবে আসুন রঞ্জনকে রাজ্যাভিষিক্ত করা যাক্ (পুরোহিতের প্রতি, মহাশয় গাত্রোত্থান করুন।

প্রমদা রঞ্জনের রাজ্যাভিষেক, মস্তোকোপরি পুষ্পবৃষ্টি

নেপথ্যে বৈতালিকের।

গীত।

সঙ্গ—জং।

আজি কি আনন্দ মরি, হেরি রাজ ভবনে।
প্রমদা রঞ্জন বামে, শোভে রাজসিংহাসনে॥
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ
অথবা রতি মদন
যুগল রূপে মোহিল, পুরবাসীগণে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী
বন্দী গায় স্তুতিবাণি
দেবগণ জয়ধ্বনি, করে গগনে।

রাজ্ঞি। মহরাজ! মাঙ্গলিক কার্য্য সমস্ত সমাধা হল, এক্ষণে অনুমতি হলে বধূমাতা ও ইন্দোররাজদুহিতাকে লয়ে আমি অন্তঃপুরে গমন করি।

রাজা। হাঁ মহিষি! তুমি তবে এখন অন্তঃপুরে যাও।

কর্ণাটরাজ্ঞি প্রমদা ও নবলাকে লইয়া

অন্তঃপুরে প্রবেশ।

এখন বৈবাহিক মহাশয়ের কিয়ৎকাল বিশ্রাম আবশ্যক (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি তবে উজ্জয়িনীরাজকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া যান।

মন্ত্রীসহ উজ্জয়িনীরাজের প্রস্থান।

রঞ্জন। মহারাজ! আমার একটি আন্তরিক বাসনা আছে যদি পূর্ণ করেন বল্‌তে সাহসী হই!

রাজা। বৎস! তুমি আমার অনুমতির অপেক্ষা কর্‌ছ কেন যাভাল বিবেচনা হয় কর।

রঞ্জন। মহারাজ! আমার ইচ্ছা যে আমার এই মুক্তিদাতা পরম বন্ধু বীরবল্লভকে করদ রাজা করা হয়, এবং মহারাজের অধিকারস্থ কয়েক খানি গ্রাম নিস্বার্থ ভাবে ইহাঁকে প্রদান করিয়া অদ্যই রাজসম্মানে চিহ্নিত করা হয়।

রাজা। এ প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম, এখন হইতে রাজা বীরবল্লভ আমাদের একজন সম্ভ্রান্ত মিত্র-রূপে পরিগণিত হইলেন।

রঞ্জন। (ইন্দোররাজের প্রতি) এখন মহারাজ আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে।

ইন্দোর। এখন কি কর্‌তে হবে!

রঞ্জন। মহারাজ! আমার এই পরমবন্ধু রাজবীরবল্লভের সহিত আপনার দুহিতা সুনন্দার শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করুন। উহাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ অগ্রেই হইয়া গিয়াছে। ইনি আপনার কন্যার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত পাত্র, উহাঁর সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিলে আপনি পরম সুখী হবেন।

রাজা। (ইন্দোররাজের প্রতি) এ প্রস্তাব বোধ হয় মহারাজের অনভিমত হবেনা। রাজা বীরবল্লভ রাজকুমারীর উপযুক্ত পাত্র তার আর সন্দেহ নাই।

ইন্দোর। মহারাজ! যখন আপনার এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অভিমত দেখছি, তখন আমার তাতে দ্বিমত নাই। যে বীরবল্লভ হতে আমি আমার প্রাণসম। এক মাত্র কন্যার চন্দ্রবদন দেখে আজ অপরিসীম আনন্দানুভব কর্‌লাম, তাঁর হস্তে যে কন্যাদান কর্‌তে অমত করব এমন ইচ্ছা আমার নাই; বরং তাতে আমাকে প্রকৃত পক্ষে অকৃতজ্ঞই হতে হবে, অতএব সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমি বল্‌ছি শুভদিনে শুভক্ষণে রাজা বীরবল্লভকে জামাতৃত্বে বরণ করিব।

(নেপথ্যে)

গীত।

আড়ানা বাহার—আড়া।

এত দিনে রাজ বালার মনসাধ পূরিল।
দুঃখের তিমির নাশে, সুখ রবি প্রকাশিল॥
দারুণ দুঃখের পরে
ভাসে সুখ পারাবারে
জয় জয় রবে আজি রাজ পুরি ভরিল।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।